"কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী"
শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, এম. এ. ডি. ফিল
কর্তৃক সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ : ১৯৫৮
থেকে 'রায়মঙ্গল' কাব্যটি গৃহীত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে হার্দিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা

কবি কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল

রায়মঙ্গল

১

করজোড়ে মহাকায় বন্দিলাম দক্ষিণরায়
ঠাকুরের চরণ কমল।
সঙ্গে লীলাবতী রাণী পঞ্চপাত্র সাথে আনি
উর ঘটে ভকতবৎসল।।১
তোমা বিনা প্রভু কেই যারে যাহা কর এই
আমল আঠারোভাটী।
বহে হীরারাম ঘোড়া পরিধান দিব্য জোড়া
উড়নী ঘুরানী পরিপাটী।।২
বেশর যে তাড়বালা কনকের কণ্ঠমালা
কুণ্ডল উজ্জ্বল দুই কানে।
ঐরিদণ্ড অচিরত কঠিন কামান হাত
তরকচ পরিপূর্ণ বাণে।।৩
পরিসর পিঠে ঢাল করে খর তলআর
কাটারি কোমরে করা ছুরি।
শোভে যায় কুপিভাগে মণিচুণি ভাগে ভাগে
মনোহর মুকুতার ঝুরি।।৪
সোনার বরণ তনু অশ্বিনীনাগর জনু
নিসাদনি অশনি বিজয়।
বিশাল লোচন জোড় শ্রবণ অবধি ওর
চাহনি চমকে রিপুচয়।।৫
নল নাল মধু আর সৰ্ব্ব তুয়া অধিকার
মউল্যা মলঙ্গী করে সেবা।
যত দ্রব্য চলে নাষ্টয় বাইচ ভাউলে যায়
রায় বিনা বর দেয় কেবা।৬
পূজা করে একমনে কাষ্ঠ কাটে গিয়া বনে
বাহুল্যা বহুল্যা কত ঠাঞী।
পাইলে নাহিক খায় বাঘেরা বিমুখ যায়
তোমার কৃপায় ভয় নাঞি।৭

ডিঙ্গা জঙ্গ গঠে আর নৌকা কত পরকার
যথায় তথায় কারখানা।
ঐপদ পূজিলে হয় নহিলে কিছুই নয়
অনুভব কতো ঠাঞি জানা।।৮
মূঢ় যেবা নাই মানে ভালমতে শেষে জানে
কর্ম্মভোগ সকলের গোড়া।
কুম্ভীরেতে ধরে গঙ্গে কিবা কোপে ঘাড় ভাঙ্গে
রুষিয়া হাঁকিয়া দেও ঘোড়া।।৯
বড়খাঁ গাজির সাথে মহাযুদ্ধ খনিয়াতে
দোস্তানি হইল তারপর।
কালুরায় বন্ধু বটে সোয়ার ঘোড়ার পিঠে
একমনে পূজে কত নর।।১০
রণে বনে রাজস্থানে সদত আনন্দ মনে
তোমার সেবকে দুঃখ কিবা।
বলে কবি কৃষ্ণরাম নায়েকের পূর কাম
গায়নে বায়নে বর দিবা।।১১

২

শুনহ সকল ধীর অপূর্ব্ব কথন।
যেমতে রচিল এই কবিতা রচন।।১২
খাসপুর পরগণা নামে মনোহর।
বড়িষ্যা তাহার কে তপা বিশ্বম্ভর।।১৩
তথায়ে গেলাম ভাদ্রমাস সোমবারে।
নিশিতে শুইলম গোয়ালার গোলাঘরে।।১৪
রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘপৃষ্ঠে আরোহণ এক মহাজন।।১৫
করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায়।।১৬
পাচালি প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার।
আঠারোভাটীর মাঝে হইব প্রচার।।১৭
পূর্ব্বে করিল গীত মাধব আচার্য্য।
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য্য।।১৮

মশান নাহিক তাহে সাধু খেলে পাশা।
চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা।।১৯
মোর গীত না জানিয়া যতেক গায়ন।
অন্য গীত ফিরাইয়া গায়ে জাগরণ।।২০
ফাকুটীনাকুটী আর করে রঙ্গীভঙ্গী।
পরম কৌতুকে শুনে মউল্যা মলঙ্গী।।২১
তোমার কবিতা যার মনে নাই লাগে।
সবংশে তাহারে তবে সংহারিবা বাঘে।।২২
শুনিয়া এইত কথা হইলাম কাতর।
করজোড়ে কহিলাম রায়ের গোচর।।২৩
তোমার চরিত্র আমি নাহি জানি কিছু।
কেমনে রচিব গীত আমি অতি শিশু।।২৪
হাসিয়া কহেন রায় মধুর বচন।
আমার কৃপায় গীত হবে অখণ্ডন।।২৫
হেলা না করিও তবে পাইবা সকলি।
তুমি যে করিবা গীত শুন তাহা বলি।।২৬
মুনিমুখে শুনিয়া নৃপতি প্রভাকর।
সদাশিব সেবিয়া পাইল পুত্রবর।।২৭
আপুনি হইনু গিয়া তাহার নন্দন।
বসাইল নররাজ্য কাটিয়া কানন।।২৮
বিবাহ করিনু ধর্ম্মকেতুর কুমারী।
দম্পতী কৈলাসে গেনু যোগে তনু ছাড়ি।।২৯
হরবর দক্ষিণের ঈশ্বর হইয়া।
প্রথমে লইল পূজা পাটনে ছলিয়া।।৩০
কালুরায় পাঠাইল হিজলী সহরে।
না মানে আমার তরে নরসিংহ নরে।।৩১
মারিয়া তাহার পুত্র দিনু জিয়াইয়া।
যতনে পূজিল বহু বলিদান দিয়া।।৩২
বড়দহে দেবদত্ত নাম সদাগর।
বহুদিন বন্দী ছিলো তুরঙ্গ সহর।।৩৩
পুষ্পদন্ত তার পুত্র আমার বচনে।
সাতডিঙ্গা লইয়া গেল পিতা অন্বেষণে।।৩৪

পথেতে ছলনা দেখি রাজারে কহিল।
না জানিয়া নরপতি কাটিতে লইল।।৩৫
মরণে স্মরণ কৈল সাধুর নন্দন।
সঙ্কটে আমি গিয়া করিনু রক্ষণ।।৩৬
বাঘ লইয়া আপুনি সমরে দিনু হানা।
বধিনু সুরথ রাজা আর যত সেনা।।৩৭
রাজরাণী আসিয়া অনেক কৈল স্তব।
জিয়াইয়া দিনু আমি কৃপা অনুভব।।৩৮
রত্নাবতী তনয়া সাধুরে বিভা দিল।
পিতাপুত্রে দুইজনে দেশেতে আইল।।৩৯
করিয়া আমার পুরী আমার মন্দির।
যতনে পূজিল পুষ্পদত্ত মহাবীর।।৪০
এমনি প্রকারে কর আমার মঙ্গল।
এতেক বলিয়া রায় গেল নিজস্থল।।৪১
কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল।
বসু শূন্য ঋতু চন্দ্র সকের বৎসর।।* ৪২

* অতঃপর লেখকের উক্তি — "অতঃপর জাগরণ"

৩

ডিঙ্গা গঠাইব সাধু পাটনে যাইতে।
আদেশ করিল কাষ্ঠ কাটিয়া আনিতে।।৪৩
চলিল শিরোপা পাইয়া বাউল্যা রতাই।
লইয়া প্রধান পুত্র আর ছয় ভাই।।৪৪
খরধার কুঠারী বাছিয়া সাতখান।
ভক্ষ্য দ্রব্য পরিপাটি নৌকায় সাজন।।৪৫
একে একে নৌকায় সুখে গায় সাড়ি।
অবিলম্বে সবে গিয়া উত্তরিল খাড়ি।।৪৬
ঘাটে চাপাইয়া নৌকা বাঁধিল খোটায়।
কুঠারি ধরিয়া সবে উঠিল ডাঙ্গায়।।৪৭
কাটিতে লাগিল কাষ্ঠ মনোমত যত।
কিরাপাপুশুরি সুন্দরী আদি কত।।৪৮
রজনী দিবস কাটে লেখা জোখা নাই।

পর্ব্বত প্রমাণ মাত্র রাখিল সাজাই।।৪৯
বুঝিয়া রতাই বলে আর নাহি কাজ।
জয় হুলাহুলি হইল বাউল্যা সমাজ।।৫০
ইহাতে হইল ডিঙ্গা সপ্ত অষ্ট খান।
হইবেন পরমগুণি সাধুর সন্তান।।৫১
একথা শুনিয়া তবে বাউল্যা সকলি।
কুঠার ধরিয়া উঠে বড় কুতুহলী।।৫২
দক্ষিণরায়ের এক বৃক্ষ পূজামানি।
সেইত বনেতে আছে কেহ নাহি জানি।।৫৩
দেখিয়া ডাগর গাছ সবে মেলি কাটে।
তিলেক বিলম্ব কর পরমাদ-ঘটে।।৫৪
দক্ষিণরায়ের ক্রোধ ইহাত জানিয়া।
আদেশিল ছয়বাঘ নিকটে আনিয়া।।৫৫
মামুদা মুমুদা সুদা বাঘ টঙ্গভাঙ্গা।
বজ্রদন্তখান দাউড়া চক্ষু যার রাঙ্গা।।৫৬
সমুখে রহিল তাঁরা করিয়া প্রণাম।
হইল রায়ের আজ্ঞা বলে কৃষ্ণরাম।।৫৭

৪

রতাই বাউল্যা আর পুত্র না মারিয়া তার
ছয় ভাই বধ এইক্ষণে।
তথা যেন নষ্ট নয় জিয়াইব পুনঃ ছয়
চলিল গাধুন ছয়ে জনে।।৫৮
বাঘ তারা বড় রাড় ছয়জনার ভাঙ্গি ঘাড়
রক্তমাত্র পূরিল উদরে।
পেলাইয়া সেইখানে পুনঃ সাভাইল বনে
রায় তাহা দেখে রথভরে।।৫৯
ছয় ভাই বাঘে মারে রতাই রোদন করে।
কি হইল কি হইল পরমাদ।
গলায় কুঠারি মারি আপন পরাণ ছাড়ি
এ ছার জীবনে নাহি সাধ।।৬০
যদি করি পরিণয় বহু পুত্র কন্যা হয়

সহোদর ভাই নাহি মিলে।
এককালে অদরশন হইল মোরে ছয়জন
এই ছিল এ পাপ কপালে।।৬১
প্রাণের সংহতি জায়া ঘরেতে আইল থুয়া
গোড়াইল আমার সংহতি।
তুলনা কহিব কত আজ্ঞা করি অবিরত
অভকত নহে একরতি।।৬২
কি কাজ দেশেতে গিয়া কি বল বলিব জায়া
এ মুখ দেখাব কোন লাজে।
পুত্র তুমি যাও ঘরে কহিও সবার তরে
ছয় ভাই মৈল বনমাঝে।।৬৩
কাঁদিয়া বাউল্যা সাথে কুঠার ধরিয়া হাথে
কাটিবারে আপনার গলা।
অন্তরীক্ষে রথে থাকি তাহারে বলেন ডাকি
দক্ষিণঈশ্বর হেন বেলা।।৬৪
আমারে না জানি নর পূজামানি তরুবর
কাটিয়াছে কুঠারি ধরিয়া।
সেই অপরাধে রাগে আসিয়াছে ছয় বাঘে
ছয়ভাই পেলিল মারিয়া।।৬৫
আমি দক্ষিণের রায় সর্ব্বলোকে গুণ গায়
আঠারোভাটিতে পূজে সবে।
পুত্র দিয়া বলিদান পূজ আমা সাবধান
ছয়ভাই জিয়াইব তবে।।৬৬
শুনিয়াতো এই কথা তিলেক নাহিক ব্যথা
মহাসুখী হইল রতাই।
আনিয়া কুসুমগণ গাছে করে আরোহণ
দক্ষিণের ঈশ্বর তথাই।।৬৭
হৃদয় পরম ভক্তি পূজা করে যেন শক্তি
স্নান করাইয়া পুত্র আনে।
নায়েকের পূর আশ এই মোর আর দাস
কবি কৃষ্ণরাম রস ভণে।।৬৮

৫

পুত্র বলে বাপেরে করিয়া জোড়পাণি।
শুভক্ষণে জন্ম মোর হইল ধরণী।।৬৯
লাগিব দেবের কার্য্যে ভালো হইবে গতি।
ছয়খুড়া জিয়াইব যশ পূর্ণ ক্ষিতি।।৭০
রায় যায় তুষ্ট হইবেন কি বলিব আর
ইহার অধিক ভাগ্য নাহিক আমার।।৭১
শুনিয়া পুত্রের বোল কান্দিতে কান্দিতে।
হিয়া বড় উতরোল না পারে ধরিতে।।৭২
গাছে আরোহণ করি পূজে দক্ষিণেশ।
করে খড়গ লইয়া পুত্রের ধরে কেশ।।৭৩
আমি কিছু নাই জানি সকল জানো রায়।
এক কোপে কাটিয়া দুখান করে তায়।।৭৪
পুত্র বলিদান দিয়া পূজিল রতাই।
সাক্ষাৎ হইল রায় আসিয়া তথাই।।৭৫
বাউল্যা প্রণতি করে পড়িয়া ধরণী।
পুত্র জিয়াইয়া তার দিলেন তখনি।।৭৬
অমৃত কুণ্ডের জল গায় দিল ফেলি।
ছয় ভাই জিয়া উঠে করে কোলাকুলি।।৭৭
ভাই মুখে শুনিয়া রায়ের গুণাভাব।
আটজন একত্র হইয়া করে স্তব।।৭৮
ভকতবৎসল রায় গুণের সাগর।
বাউল্যার পূজা লইয়া বড় কুতূহল।।৭৯
অভিমত বর দিয়া করিলেন গতি।
অন্তর্দ্ধান হইল দেব দক্ষিণের পতি।।৮০
সিংহনাদ করি উঠে সবার কৌতুক।
ভাসিয়া চলিল তরী দেশ অভিমুখ।।৮১
রায়ের প্রশংসাগুণ কহিতে কহিতে।
বড়দহে উত্তরিল বিলম্ব রহিতে।।৮২
কহিল সাধুরে গিয়া সে সব কথা।
যেমত দিলেন বর ভাটীর দেবতা।।৮৩
শুনিয়া পরম সুখী পুষ্পদত্ত সাধু।

করেতে পাইলো যেন আকাশের বিধু।।৮৪
সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধি হইবে জানেন মানসে।
অনেক শিরোপা দিয়া বাউল্যারা তোষে।।৮৫
গড়াইতে নৌতুন জিঙ্গা পড়্যে গেল সাড়া।
আদেশিল ফিরাইতে সুবর্ণ চেঙ্গড়া।।৮৬
রায়পদ কমলে করিয়া পরণতি।
কৃষ্ণরাম কবি রচিল মধুর ভারতী।।৮৭

৬

সাধু সদাগর সুতা পরম আনন্দ যুতা
সুবর্ণ চেঙ্গড়া ফিরাইলো।
ডিঙ্গা যে গঠিতে পারো সত্বরে আসিয়া ধরো
এমনি নগরে জানাইলো।।৮৮
কৈলাসেতে ভগবান বিশ্বকর্মা হনুমান
আদেশ করিল দুহাকারে।
তবে দোহে হয়া নর পবনে করিয়া ভর
সুবর্ণ চেঙ্গড়া আসি ধরে।।৮৯
ততক্ষণে কর্ণধারে পান দিল দোহাকারে
লইয়া গেলা সাধুর গোচর।
দুইজন দেখ্যা সবে কতো দিনে ডিঙ্গা হবে
জিজ্ঞাসা করিলা সদাগর।।৯০
হনুমান মহাবীর বিশ্বকর্ম্মা কহে ধীর
নর তাহা কেহ নাহি জানে।
সাত শত আছে সাথি যদি গঠে দিবা রাতি
সারা হবে মাস দুই তিনে।।৯১
মাহিনা যে হয় তার যেবা করো পুরষ্কার
এখন আমরা নাই চাই।
ডিঙ্গা আগে সারা করি পশ্চাতে লইব ধরি
যখন আমরা ঘরে যাই।।৯২
কহিয়া সকল কথা বিদায় হইয়া তথা
গেলা বাসা করিবার ছলে।
অর্দ্ধেক রজনী জানি ভাবিয়া পিনাকপাণি

তরণী করিয়া সবে চলে।।৯৩
হনুমান মহাবীরে কাষ্ঠ যথ নোখে চিরে
কিবা তার কিসের করাতে।
বিশ্বকর্ম্মা পাটে পাটে লোহার পেরেক আঁটে
সাত ডিঙ্গা হইলো দণ্ডসাতে।।৯৪
ব্যাল্লিশ নোঙ্গর গঠে মালুমে পতাকা উঠে
বহুদূর হইতে দেখা যায়।
দিব্য সিংহাসন আর ছৈঘর রতন আর
মোম ঢেলে কৈল সাত নায়ে।।৯৫
তিলেকে সকল হয় গঠিলে কামান ছয়
কতো গাছ লোহার শিকলে।
তবে বীর হনুমান লইয়া তরী সাতখান
জলে রাখে বড় কুতূহলে।।৯৬
শেষ জানি বিভাবরী দুহে নিজ রূপ ধরি
সাধুরে স্বপনে আসি বলে।।
তুমি ভাগ্যবান অতি কৃপাময় পশুপতি
চলি যাও তুরঙ্গ নগরে।।৯৭
পথে কোন বিঘ্ন নবে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হবে
দেশেরে আসিবে লয়া তরী।
রাজকন্যা বিভা করি নানারত্ন তরী পুরী
সহায় দক্ষিণদেশপতি।।৯৮
নিমিতে গ্রামেতে বাস নাম ভগবতী দাস
কায়েস্ত কুলেতে উতপতি।
হইয়া যে একচিত রচিল রায়ের গীত
কৃষ্ণরাম তাহার সন্ততি।।৯৯

৭

পোহাইল বিভাবরী মুখ প্রক্ষালন করি
দেখি সপ্ত ডিঙ্গা মনোহর।
সদাগর গুণধাম পূজা করি খুইল নাম
প্রধান তাহার মধুকর।।১০০
দিব্য সিংহাসন মাঝে কৌতুকে বসিয়া আছে

মদন নৃপতি গুণাকর।
বাহিরে রাখিয়া খুড়ি গলায় বসন জুড়ি
প্রণাম করিল সদাগর।।১০১
শিশু অতি মনোহর দয়াল নৃপতি বর
বসাইলো আপনার পাশে।
রূপ জিনি রতিনাথ দেহে বুলাইলো হাত
আগমন কি হেতু জিজ্ঞাসে।।১০২
বদন জিনিয়া বিধু বলে পুষ্পদত্ত সাধু
অবধান কর গুণনিধি
দুখের অবধি নাই সদা মনস্তাপ পাই
আমারে বিমুখ বড় বিধি।।১০৩
আনিবারে নানা রত্ন করিয়া আনো যত্ন
পিতা মোর পাঠাইলা দূর।
জন্ম অবধি নাহি দেখি অকারণে ঝুরে আখি
নিশ্চিন্ত আছি নিজপুর।।১০৪
কেবল জননী মোর দুখের নাহিক ওর
তেয়াগ করিল অন্নপানি।
হেন লয় মোর মনে যাই তাত অন্বেষণে
বিদায় করহ গুণমণি।।১০৫
শুনি বলে মহীপাল তুমি অতি ছাওয়াল
কেমনে এমন কথা কহো।
মনে না ভাবিহ তাপ আসিবেক তোমার বাপ
স্থির হইয়া নিজঘরে রহো।।১০৬
পুন পুন করি মানা পথে দুঃখ পাবে নানা
ডিঙ্গা গিলে পক্ষ বিষধর।
দুগ্ধগন্ধ বহে মুখে কেমনে যাইবে দুখে
সমুদ্র তরিয়া দেশান্তর।।১০৭
সাধু বলে যাব সাচা অবধান কর রাজা
যত্ন করি (রাখ) মোরে যদি।
অনুতাপ অহর্নিশ খাইয়া মরিব বিষ
তবে সত্য হবে মোর বধি।।১০৮
শুনিয়া সাধুর বাণী বড় উতরোল গুণী

খড়িবজ্র আনে ডাক দিয়া।
গণিয়া কহিল সার দনুজের গুরুবার
শুভ হস্তা নক্ষত্র তৃতীয়া।।১০৯
গমন মঙ্গল হয় উত্তর না দিল তায়
প্রসাদে তুষিল সদাগর।
কৃষ্ণরাম বলে গাথা বিদায় হইয়া তথা
সাধু উত্তরিল নিজ ঘর।।১১০

৮

কর্ণধার আনিয়া শিরোপা দিল তায়।
ঘরের খরচা আর কত ধন পায়।।১১১
জন প্রতি শত তঙ্কা পথের গাবর।
আদর করিয়া অতি দিল সদাগর।।১১২
শুভক্ষণে সাত ডিঙ্গা তুলাইল জলে।
গুরুভার নোঙ্গর কতেক ভাড়ি তুলে।।১১৩
চালু দালি কলাই আর কতেক প্রকার।
চিনি মধু মিছিরি সন্দেশ তৈল আর।।১১৪
পাট শন তিল চিনা গুবাক বিস্তর।
ভাণ্ডার হইতে তোলে তরণী উপর।।১১৫
আপাঙ্গ লইল পোস্ত বহু রত্নজায়।
অর্দ্ধখান ডিঙ্গা পূরে হরিদ্রা আদায়।।১১৬
গুয়াশালী পীতাম্বর চিকন বসন।
পেপলি লইল বড় করিয়া যতন।।১১৭
শালিক লইল শুয়া পোষানিয়া পাখী।
ময়না দোয়েল বাজ ভাল ভাল দেখি।।১১৮
হরিণ লইল খাসি গাড়র জুঝার।
রাজহংস ময়ূর কৌতুক কত আর।।১১৯
আর আর যতো দ্রব্য লইল তুলিয়া।
বিশেষ হইতে আছে কি কাজ বলিয়া।।১২০
তথায় সুশীলা রামা পরম বিকল।
রাখিতে না পারে দুটি নয়ানের জল।।১২১
পাটনে হইবেক শুনি পুত্রের গমন।

পূজিয়া দক্ষিণরায় করেন স্তবন।।১২২
তোমা বিনা গতি নাহি বলি করপুটে।
উদ্ধার করিয়া লবে বিষম শঙ্কটে।।১২৩
ইন্দু নিন্দি বদন মদন জিনি রূপ।
তোমা বিনা কেবা আরে দক্ষিণের ভূপ।।১২৪
সাত পাঁচ নাহি মোর এক পুত্র সবে।
চরণের ছায়া দিয়া আপনি রাখিবে।।১২৫
ভকতদাসীর স্তবে রায় গুণমণি।
প্রসাদ মাল্য তারে দিলেন আপুনি।।১২৬
রাখিব তোমার পুত্র সঙ্কট সকলে।
আমার প্রসাদে দুঃখ নাই কোনকালে।।১২৭
একথা শুনিয়া রামা হরিষ অন্তরে।
রায়ের প্রসাদ দিল তনয়ার তরে।।১২৮
যতনে পাশেতে রাখো না ভাবিও আন।
রামের কবজ নহে ইহার সমান।।১২৯
যখন বিপাক দেখ সংশয় জীবন।
ভাবিও দক্ষিণরায় দুখানি চরণ।।১৩০
তিনি যদি সত্য হন আমি হই সতী।
কোনকালে না হইবেক তোমার দুর্গতি।।১৩১
পরম যতনে এই কথা শিখাইল।
গর্ভপত্র আনিয়া পুত্রের হাতে দিল।।১৩২
মধুকর ডিঙ্গা পূজে করে পরিহার।
সঁপিনু তোমার ঠাঞী তনয় আমার।।১৩৩
অকুল সমুদ্র মাঝে যত দুঃখ ঘটে।
আপনি তরায়ে লবে বিষম সঙ্কটে।।১৩৪
কাণ্ডারীর হাথেতে পুত্রের হাত নিয়া।
সঁপিয়া দিলেন সতী নিজ দিব্য দিয়া।।১৩৫
দোষ যদি করে তবু রোষ না করিবে।
আমার সাধন এই হৃদয় রাখিবে।।১৩৬
নয়দণ্ড হইল বেলা বলে সর্ব্বজন।
এই বেলা যাত্রা কর সাধুর নন্দন।।১৩৭
রায়পদ যুগল মনে করিয়া প্রণতি।
কৃষ্ণরাম বিরচিল মধুর ভারতী।।১৩৮

৯

হরিতেলগণ হেরি সদাগর ধীর।
ভাবিয়া দক্ষিণরায় হইল বাহির।।১৩৯
জয় হুলাহুলি হইল পুরীর ভিতর।
জোড়া শঙ্খ বাজে শুনি পরম সুন্দর।।১৪০
বেদে আশীর্ব্বাদ করে মহাদেবগণ।
শুভ যাত্রা হইল তবে সাধুর নন্দন।।১৪১
অম্বপুরি সাত কুম্ভ সাত কুম্ভ কদম্ব।
বামে হেরি হরিষে চলিল অবিলম্ব।।১৪২
ডাহিনে ধরণীদেব আর দেখে ফণী।
নগরে বিবিধ বাদ্য জয় জয় ধ্বনি।।১৪৩
গাভী দেখে অন্যত্র বেগেতে ধাইল।
দধির পসরা শিরে গোপিনী আইল।।১৪৪
যাইতে যাইতে পথে দেখিল সকল।
জানিল বাপের দেখা পাইব সকল।।১৪৫
মধুকর ডিঙ্গায় উঠিল শুভক্ষণে।
ছৈঘর করিলেন নানান রতনে।।১৪৬
গাঠ্ঠের গাবর যতো সবে তুলে গা।
সাধু বলে শুভক্ষণে চলে সাত না।।১৪৭
নাইয়া পাইক সাড়ি গায় কলরব।
বিজয় দুন্দুভি বাজে কাহাল পলব।।১৪৮
শিঙ্গা সিন্ধুনাম বাজে শব্দ বিথার।
করিল নোঙ্গর তুলি ডিঙ্গায় হাজার।।১৪৯
প্রথমে চলিল তরী নাম মধুকর।
ঘন করতাল বাজে দামামা দগর।।১৫০
চিকণ তরণীমালা সাজে পরিপাটী।
রবাব কাছাল বাজে মাদল আসুটি।।১৫১
চৌঘড়ি কামান পাতা দিলেক আগুন।
জলদ জিনিয়া শব্দ হইল দারুণ।।১৫২
একে একে সপ্ত ডিঙ্গা সারি দিয়া যায়।

দক্ষিণরায়ের কৃপা অনুকূল তায়।।১৫৩
বাহ বাহ বলি ডাকে সদাগর মণি।
বড়দহা ছাড়িয়া চলিল তরণী।।১৫৪
দেখিতে দেখিতে হইল নয়ানের দূর।
কৃষ্ণরাম বলে রায় আশা কর পূর।।১৫৫

১০

অকূল পবনে ডিঙ্গা চলিল গুণধাম।
পূজিয়া কল্যাণপুরে প্রভু বলরাম।।১৫৬
সঘনে আওয়াজ হয় মহাকুতূহল।
তাহার মিলনে গেলো ডিহি মেদনমল।।১৫৭
রায়পদকমলে সদাই মন আছে।
হোগলা পাথরঘাটা করিলেক পাছে।।১৫৮
দেখিল ডাহিন ভাগে নগর বসত।
বৈকুণ্ঠ সমান ধাম গ্রাম বারাসত।।১৫৯
পূজিয়া অন্যান্য শিব চরণ তাহার।
খনিয়ায় শুনিল দক্ষিণরায়ঘর।।১৬০
চাপাইয়া তরী করে প্রণাম যতনে।
পূজিল ভকতি যুতি নানান রতনে।।১৬১
তার কত দূরে দেখে পীরের মোকাম।
ঘিরিয়া ফকির করে হাজত সেলাম।।১৬২
হালাল মোরগ জবাই করে খাসি।
মনোহর কুসুম সন্দেশ রাশি রাশি।।১৬৩
শিরণি অনেক দিয়া সদাগর ভূপ।
কর্ণধারে জিজ্ঞাসিল একি অপরূপ।।১৬৪
মুরতি বানান নাহি মৃত্তিকার ঢিবি।
পূজা করে ফকিরেরা কেমন দেবদেবী।।১৬৫
বাঘের উপর নাঞি দক্ষিণের রায়।
একখানি মুণ্ডমাত্র বারা বলে তায়।।১৬৬
এমন প্রকারে পূজা কেন হয় এথা।
জান যদি কহ শুনি এই দুই কথা।।১৬৭
কর্ণধার বলে ভাই ইহার কারণ।

না জান আমার ঠাঞী শুন বিবরণ।।১৬৮
শুন্যাছ বড়খাঁ গাজি পরতেক পীর।
ঠাকুর দক্ষিণরায় আঠারোভাটীর।।১৬৯
দুইজনে দোস্তানি হইয়াছিল আগে।
তারপর হুড়াহুড়ি মহাযুদ্ধ লাগে।।১৭০
অধিকার বড় ধন সবে নিতে চায়।
ভাই ভাই বিরোধ কতেক ঠাঞী যায়।।১৭১
দক্ষিণরায়ের বড় বুকে মারে গাজি।
পড়িয়া উঠিল কায় রহে মায়াবাজি।।১৭২
বড়খাঁ হানিল খাড়া গলায় তাঁহার।
মায়ামুণ্ড ক্ষিতে পড়ে এমনি প্রকার।।১৭৩
বিরোধ ভাঙ্গিয়া দিল আসিয়া ঈশ্বর।
তারপর দোস্তানি পাইল দোহাকার।।১৭৪
কাটামুণ্ড বারাপূজা সেই হইতে করে।
কোনখানে দিব্যমূর্তি বাঘের উপরে।।১৭৫
বড়খাঁ গাজির নামে যেখানে মোকাম।
সেইখানে অধিষ্ঠান মৃত্তিকার ধাম।।১৭৬
মুরতি বানান নাহি কেবল ভাবনা।
ভকত জনের পূর্ণ করহ কামনা।।১৭৭
রায়ের আঠারোভাটী আমল সমস্ত।
গাজির আমল তাহে ঠাকুরের দোস্ত।।১৭৮
একের পূজায় দুইজন সুখী বটে।
তার সাক্ষী দেখ ভাই নিকটে নিকটে।।১৭৯
পুষ্পদত্ত বলে কহ ইহা শুনি নাই।
কিজন্যে দুইজন যুদ্ধ হইল কোন ঠাঞী।।১৮০
আসিয়া দিলেন বর কেমন ঠাকুর।
দোস্তানি হইল ফের বিসম্বাদ দূর।।১৮১
কর্ণধার কহিতে লাগিল বিবরিয়া।
কবি কৃষ্ণরাম বলে শুন মন দিয়া।।১৮২

১১

ধনপতি সদাগর যাইতে পাটনে।

একঘাটে চাপাইল বিধির বিধানে।।১৮৩
দক্ষিণরায়ের বারা দেখিলেন কূলে।
হরবরপুত্র জানি পূজে গন্ধ ফুলে।।১৮৪
নানা রত্নভূষণ তেমনি দিবা কেবা।
বিদায় মাগিল শেষে জোড়হাথে সেবা।।১৮৫
বড়খাঁ গাজির পূজা না করিয়া যায়।
অনেক ফকির গিয়া ঘিরিলেক তায়।।১৮৬
কূপিল কুবুদ্ধি পাইল সদাগর মূঢ়।
ঢেকা দিয়া করিল তাহার ঘরে দূর।।১৮৭
ডিঙ্গায় উঠিয়া চলে নগর সিংহল।
পীরেরে কহিতে যায় ফকির সকল।।১৮৮
সেইত গ্রামেতে আছে গাজির আন্দর।
নগর বাজার হাট দেখিতে সুন্দর।।১৮৯
কাঁদিয়া পড়িল গিয়া ফকিরেরা সবে।
মল্লুকের খবর না লও বাবা এবে।।১৯০
পূজিয়া দক্ষিণরায় যায় সাধু বেটা।
তোমাকে নাহিক মানে দুঃখ-বড় এটা।।১৯১
বাঙ্গালী গোয়ার ভয় নাহিক তিলেক।
মারিয়া আমার ঘর খেদাড়ে দিলেক।।১৯২
শরমে লোকের আগে নাহি তুলি মুখ।
না লব ফকির পালা আজি হইতে থুক।।১৯৩
হেনকালে বলে বাঘ নাম কালানল।
শিকার করিতে গেলে না পাই আমল।।১৯৪
দক্ষিণরায়ের বাঘে মুড়ি লয় কাড়্যা।
শুনিয়া তোমার নাম সবে দেয় তেড়্যা।।১৯৫
মহুল্যা মলঙ্গি আর বাউল্যার ঠাঁই।
দোয়াই দক্ষিণরায় বিনে আর নাই।।১৯৬
এক বেটা মলঙ্গি খাইতেছিলাম রাগে।
ধাইয়া আসিল মোরে তিন কুড়ি বাঘে।।১৯৭
দেখিয়া ঠাকুর বড় লাগিল আঁটিতে।
পীরের আমল নাই আঠারোভাটীতে।।১৯৮
তোমার আজ্ঞা ধরে এই রাগ বুড়।

আজ্ঞা দিল কান কাট আর মাথা মুড়।।১৯৯
আমার শালার পিসী লকলখি ছিল।
পড়িয়া রায়ের পায়ে বারণ করিল।।২০০
জামিন লইয়া মোরে দিয়াছে খালাস।
জানাইতে আইলাম সাহেবের পাশ।।২০১
একথা ওকথা শুন্যা গাজী গোসা খান।
সাপ দিল সাধুরে সভার বিদ্যামান।।২০২
ভাগ গীয়া বেটীচোদ এবে কিআ কর আর।
হোগা হারামজাদ খানেখারাব।।২০৩
শোন্তে হো দক্ষিণরায় এসা দাগাবাজী।
বাঁধকে লে আনেছে তবে হাম গাজী।।২০৪
কানান সেবক তোড়নে কহে কান।
শীতাব দেখনে চাই কেছাই সয়তান।।২০৫
আদিমীকু উপর রুক্তায় হররোজগাটা।
খাড়ায় মুলুক লৌটে বড়ি বড়ি পাট্টা।।২০৬
কহে জাকে তিনকি মোকাম শীতাব করোকে ধোঁড়।
উনকি মূরতি তোম সব ইতি বেরি তোড়।।২০৭
একেতে ফকির রূঢ়া আরে এই বোল।
দড়বড় আসিয়া ভেজায় গণ্ডগোল।।২০৮
ভাঙ্গিয়া ভাসায় জলে আগে ঘরখান।
বাঘের সহিতে তুড়ে মূরতি বানান।।২০৯
বামুনেরে ধরিয়া জনুর নিল কেড়্যা।
জড়াজড়ি কিলের পাবষ মারে পেড়্যা।।২১০
খানা খেলাইতে চাহে ফকিরের ফৌজ।
জাতি নেঙ্গে ইতিনুর বেটীচোদ।।২১১
রায়ঠাকুরের তথা ছিল এক চেলা।
উঠিয়া পলায় দেখি ফকিরের চেলা।।২১২
খাড়ির বাড়িতে রায় লইয়া পরিবার।
বটেবেনে আসিয়া কহিল সমাচার।।২১৩
শুনিয়া রায়ের শুন কম্প গুণশালী।
জলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি।।২১৪
এত বড় জুর্দ্ধতা আমার ঘর ভাঙ্গে।

যাবন্ত ফকির কাটি খায়াইব বাঘে।।২১৫
খর তরয়ার লইয়া সঘনে ঝাকনি।
যেখানে যেখানে বাঘ সবারে হাকুনি।২১৬
সাজ সাজ বলিয়া কাড়ায় দিল কাটি।
কবি কৃষ্ণরাম বলে বড় পরিপাটি।।২১৭

১২

বলে পাত্র জোড়হাত আঠারোভাটীর নাথ
অবস্থান করো মহাশয়।
সত্যমিথ্যা এই কথা জানিতে জন তথা
পাঠাও আমার মনে লয়।।২১৮
দোস্ত তোমার হয়ে জদি থাকে ধর্ম্ম ভয় অতি
তুষিয়া পাঠাও প্রিয় বলে।
হাসিয়া হইবে ক্ষমা এখন বাঘের জমা
কাজ নাই মিছা গণ্ডগোলে।।২১৯
তবে যদি দাগাবাজি করেন বড়খাঁ গাজী
করো দণ্ড কেবা মানে পীর।
তিলেকে পাবেন টের উয়াটান হইয়া ফের
পাছাড়িব সমেত ফকির।।২২০
ঠাকুর দক্ষিণরায়ে যুকতি মনেতে পায়ে
পাঠাইল লোহাজঙ্গ দানা।
বুদ্ধিমন্ত তুমি বট জানিয়া আইস ঝাট
বুঝিয়া পশ্চাতে দিব হানা।।২২১
আকাশে উঠিল বেগে আসিয়া গাজীর আগে
মজুরে হজুরে খাড়া থাকি।
ইন্দ্র যেন স্বর্গমাঝ বড়খাঁ গাজীর সাজ
দেখিয়া জুড়ায় দুটি আঁখি।।২২২
গীরিদা হেলান গা মউর পুচ্ছের বা
খাবাসে তুলিয়া দেয় পান।
মাথায় চিকন কালা হাথে ছিলিমিলি মালা।
গাজী পড়ে বসিয়া কোরাণ।।২২৩
সময় বুঝিয়া চেলা পরিচয় হেন বেলা

রায় পাঠাইল মোর বলে।
দোস্ত তোমার জানি তবে তার ঘরখানি
ভাঙ্গিয়া ভাসায় কেনো জলে।।২২৪
সকল মুরতি ভাঙ্গে ফকিরে তুড়িয়া আগে
বামনে মারিয়া বধ হানে।
জান কি না জান তুমি জানিতে আইলাম আমি
যাই তবে তথায় তৎকাল।।২২৫
কেহ টুটা নহ বটে কি কাজ মিছা হটে
পিরীতি উচিত এই ভালো।
কবি কৃষ্ণরাম গায় ঠাকুর দক্ষিণরায়
নায়েকের মনোনীত পালো।।২২৬

১৩

কোপে কহেন গাজি কাঁহাকা আম্বক পাজি
জঙ্গুলি হয়েগা মহাদাপ।
হর রোজ চালুকেলা ছাড়ে পাঁচ খায় ডালা
গোসাঞী আপকি কহে আপ।।২২৭
ফের তাবে নিল ভাগ তলাশে না পাঙ লাগ
জরুকে হুজুর বৈটে আট।
বায়দামোকের সালো এড়িয়া মুড়ি একে মার ডালো
কোল হয়ে নেড়্যা মোর কাট।।২২৮
আমল না পাঙ হাম জাহির উনকি নাম
তামাম মুল্যুক কিয়া হাত।
চকমক ইতি তেরি বাঁসো পাড়ো এতি বেরি
আউরথ মরধ এক সাথ।।২২৯
দোস্তানি নাহিক হাম কায়ে এচা বদ কাম
মুক সামালে তোম রহ।
আপন ভালাই চাও বিলাথ জুড়িয়া দেও
শীতাব খবর তুনে কহ।।২৩০
কোপে কাঁপাইয়া অঙ্গ বলে বাঘ লোহাজঙ্গ
আপন সামালে রহ বাবা।
রায়ের দেখেছ কম সমরে সাক্ষাৎ যম

এখনি এহার ফল পাবা।।২৩১
যেন অঙ্গদের বলে রাবণ গরবে ভোলে
তিন লোকে রায়েরে কে আটে।
হারিলে যাহার ঠাঞী তাহা কি আমার মনে নাই
নাহি সকল উড়িয়া দেও সাটে।।২৩২
এত বলি দানা যায় এথা গাজি ভয় পায়
দলবল রহে পুর মাজে।
ঠাঞী ঠাঞী দিল থানা কখন পড়িবেক হানা
দামামা দুন্দুভি ঘন বাজে।।২৩৩
তলব বাঘের ঘর গেল দেশ দেশান্তর
দপ্তরে তালিকা নাম ধরা।
তথায় দক্ষিণরায় বাউল্যারা ধরে আয়
চল চল বড় হইল ত্বরা।।২৩৪
ভাবনা (করে) বাঘেরা শুনিয়া অতঃপরা
একেবারে দুইজনে ডাকে।
না যাব যাহার কাছে পরাণ লইবে পাছে
এযে বড় ঠেকিলাম বিপাকে।।২৩৫
কবি কৃষ্ণরাম গায় কেন এতো কর ভয়
কাহার তলব হয় আগে।
সেই গিয়া তথা মিলো পশ্চাতে হইব ভালো
যুকতি আমার মনে লাগে।।২৩৬

১৪

বড়খাঁ গাজি ভড়কে সাজি
আইলা অনেক বাঘ।
শমনে অবতার গমনে অনিবার
পবনে না পায় লাগ।।২৩৭
বালাগু বালিয়া যে ছিলো চলিয়া
আইল পাইঘাটি আর।
বড়খাঁ বলবান না গেলে অপমান
রক্ষা বা আছে কার।।২৩৮

মেদনমলে বাঘেরা সকলে
সাজিয়া চলিল আগে।
বরিদহাটী ময়দা তাহাতে জেয়াদা
ডাকিতে বড় ভয় লাগে।।২৩৯
বেয়লা মাগুড়া বলবান বাঘেরা
গিয়াছে রায়ের কাছে।
গাজির তলপে অলপে অলপে
আইসে যে যে আছে।।২৪০
পরিণাম ভাবনা কি হয় জপনা
একেবারে দুইজনে টানে।
হাতি হাতি ঝগড়া ভাঙ্গে নল খাগড়া
যেমত সকলে জানে।।২৪১
আরতি পাইয়া হোগল বুনিয়া
আইল লেখা নাহি তার।
কাশুয়া বাঘরোল আইল পালেপাল
ঘুসুলে গামালে আর।।২৪২
সিসিরি হিসিরা রণজয় তিমিরা
তবে খান দৌড়্যা রাঙ্গা।
অসিনিকুন্তা বড়বলবন্তা
রুষিয়া বেগে টঙ্গভাঙ্গা।।২৪৩
তাতাল্যা তুঙ্গষদা মার্ম্মদা সুর্ম্মদ্যা
পাটুয়া নাটুয়া রায়।
হুঘর‍্যা সুঘর‍্যা বড় বড় সুম্বর‍্যা
সমর শুনিয়া ধায়।।২৪৪
বাঘ বড় রাড় চলে বেতরাড়
সাট গরজে ঘোর।
দাবাড়্যা দড়বড় কাছুয়া দিল বড়
বাটপাড়্যা বিষম চোর।।২৪৫
দুইটা চক্ষু দিয়টী করিয়া ভ্রূকুটি
চলিল হুটিয়া ঘোড়া।
যেন পড়ে উলুকা লাপে লাপে লঙ্কা
লেজ যেন সুন্দরিয়া কোড়া।।২৪৬

হুল হুল হাকিয়া বনেতে থাকিয়া
বাহির হইল হুড়া।
শিরেতে নাহি কম গায়েতে নাহি লোম
বিরাশী বৎসরের বুড়া।।২৪৭
বড়বাঘ দারিয়া হাথি ফেলে মারিয়া
হাত তার যেন কুলা।
জুড়ি নাহি অলপে বিদ্যুত ঝলকে
মুড়িফাল দন্তগুলা।।২৪৮
বাঘিনী ভ্রমেতে ডুম্বরি সহিতে
সাড়ে সাত হাজার যায়।
কাছুয়া বাঘরোল ধাইল পালে পাল
তালিকা কেয়া নেয় তার।।২৪৯
গন্ধ পাইয়া দুর বাড়ী বাড়ী কুকুর
তরাসে করে ভেও ভেও।
বাঘের দলবল সহিতে প্রবল
ডাক লইয়াছে কেও।।২৫০
রাত্রি দুই পরে আসিয়া সহরে
লোকেতে না জানিতে চায়।
বড়খাঁ গাজী সভারে নেওয়াজী
হাত বুলাইল গায়।।২৫১
তরজে গরজে বিক্রম যার যে
কহিতে লাগিল রীত।
কবি কৃষ্ণরাম করিয়া প্রণাম
ঠাকুর শুনহ গীত।।২৫২

১৫

খান দাউড়া বলে আগে মোর মুখে কিবা লাগে
হাতির মগজে জলপান।
মহিষের মাংস খাইয়াছি লক্ষলক্ষ
গোঠে মাঠে বনে বা বাথানে।।২৫৩
সিসিরে বলে তবে ইহাতে অবধান হবে
সিসিরি দ্বিগুণ বল গায়ে।

লুকাই বিঘেত বনে তপাসিয়া শতজনে
কেহ কি আমার লাগ পায়ে।।২৫৪
তনু যদি করি গোট বিড়াল জিনিয়া ছোট
বুকেতে চলিয়া যাইতে থাকি।
মানুষ গরুর পাল দৈবেতে তাহার কাল
লাফ দিয়া ধরি কাছে পাখি।।২৫৫
বলে বাঘ টঙ্গভাঙ্গা চক্ষু দুটা বড় রাঙ্গা
চুরিতে চতুর বড় আমি।
চাষা যতো খন্দ রাখে টঙ্গেতে শুইয়া থাকে
যাবন্ত আমার পেটলাগ।।২৫৬
প্রলয় যমের বাড়া টঙ্গ ভাঙ্গি দিই নাড়া
ঠায় পড়ে খাইয়া আছাড়।
ফিকির জানিয়া মন বাঁশে এড়াইয়া চুল
কারো বা পাতিয়া ভাঙ্গি ঘাড়।।২৫৭
খোলাবাঘ বলে উঠি বাউলের প্রায় ছুটি
তবু মোর তিনখানি পা।
গণ্ডারন্যুবায় কোলে ক্রোধের সময় ফুলে
পর্ব্বত সমান হয় গা।।২৫৮
বজ্রদন্ত বলে ধীর শুনহ সাহেব পীর
এত যে হইয়াছি বুড়া।
বজ্রতুল্য দন্ত সারি পাষাণে বসাইতে পারি
হাড়হুঙ্গাম করি গুড়া।।২৫৯
যুবতি যতেক পাই যতন করিয়া খাই
পেটলি পেটের লোভ আগে।
না খাই বিয়ন্তগুলা রক্তহীন অর্দ্ধমূলা
কোলের ছাওয়াল ভাল লাগে।।২৬০
দারিয়া বাঘের বেটা বলে বাঘ নাদাপেটা
না পারি পেটের ভরে যাইতে।
মাগুমোর কালচিতি শিকার করা নিতি
কিছু কিছু দেয় মোরে খাইতে।।২৬১
একে একে যতো আর বিক্রম যেমন যার
জানাইল দারুণ প্রতাপে।

শুনিয়া গাজীর সুখ সকল দক্ষিণ মুখ
কখন গালিম আসি চাপে।।২৬২
লোহাজঙ্গ গিয়া তথা কহিল পীরের কথা
শুনিয়া দক্ষিণরায় কোপে।
কবি কৃষ্ণরাম কয় বাঘের তলপ হয়
হুঙ্কারিতে হাত দিয়া গোপে।।২৬৩

১৬

প্রথমে আইল বাঘ নাম রূপচাঁদা।
সুমুখের দন্ত তার সোনা দিয়া বাঁধা।।২৬৪
মারিয়া বনের হাথি যার ঘর ভক্ষ
রাক্ষস পলায় ভরে কিবা দানা দক্ষ।।২৬৫
কাশুয়া বাঘের মানুয়া বেশ কাল সারা।
দুটা চক্ষু জলে যেন আকাশের তারা।।২৬৬
বেড়াজাল বেতাল বাজাল কাল যায়।
বাতাল বেকাল তনু দাবানল প্রায়।।২৬৭
উগ্রচণ্ড প্রচণ্ড অখণ্ড দণ্ডধর।
নাটুয়া সাটুয়া হুড়া তিন সহোদর।।২৬৮
কুসুব্যা বাঘের মামা নাম উল্যাদল।
তার শালা বলবন্ত জ্বলন্ত আনল।।২৬৯
বুলুবুল্যা বেগে ধায় ডাকে ভরে দেশা।
মাগুরার ডাগর বাঘ দেখিবার দিশা।।২৭০
লোটাকান উঠানি করিল ভাই তিন।
পিঠে লইয়া তিন পাঁচ বনের হরিণ।।২৭১
পাখরা প্রখরা চিতি চঞ্চলা ধামলা।
বিজনি নেউলি পাতা হামলা সামলা।।২৭২
গণ্ডগুলা গুড়গুড়্যা উড়নি চড়ই।
ফেটানাকা পাটাবুকা মটুকা মুড়ই।।২৭৩
জামলা জোঝার বাঘ জোঞানিয়া হীরা।
গণ্ডার খাইয়া দাঁতে বসিয়াছে জিরা।।২৭৪
বেড়াভাঙ্গা বাটপাড় হুড়কাখশালে।
মাতাল্যা তিতিল্যা কালা মটুকা মসাল্যা।২৭৫

ফুলায় শরীর খান ধুলায় সঞ্চার।
একে একে গোট হইল এগারো হাজার।।২৭৬
প্রলয়ের কালে যেন সাগরের ঢেউ।
ফুকরে নিশান তার চারিদিকে ফেউ।।২৭৭
হুমাগুলা বড় বড় দন্তমুড়ি ফাল।
শিকারে শিকারি যতো বাঘিনীর পাল।।২৭৮
আইল যতেক বাঘ করিয়া বিক্রম।
অতপর শুন যতো বাঘিনীর নাম।।২৭৯
তোমারি তোবলি তিরি তিবির গমন।
সাকিনি ছাকিনি হুকী লোকের শমন।।২৮০
ঝমকি চমকি চিনি তিনি লোকনকি।
নাগিনিগহনি ধনি ফণী ফকফকি।।২৮১
উদামী উদাম দামি চাতকি দলনি।
জাবক পাবকমুখি ঘোঘোর ঘেরিনি।।২৮২
কিড়িমিড়ি পাহিড়ি হিড়িমি কালিধলি।
শুমিবুধি ডাগর ডোগর গলগলি।।২৮৩
লাখেশ্বরী যাবন্ত দেখিতে ছোটগা।
অতি বেগে গতি ক্ষিতি নাঞ্জী পড়ে পা।।২৮৪
তলবে গুড়াইয়া রহে বাঘরোল রেলা।
জুড়িজুড়ি গুড়িগুড়ি খটাসের মেলা।।২৮৫
সাড়ীআল উধ যতো যায় পাল বাঁধা।
মাচবাঘরোল তারা থাকে বিলকাধা।।২৮৬
নামধরা যতো বাঘ যুদ্ধের আরম্ভ।
শুনিয়া কহিতে বাড়ে আপনার দম্ভ।।২৮৭
বিজনি বাঘের কথা শুন কল্পতরু।
না পাই হস্তীর লাগ কতো খাব গরু।।২৮৮
মানুষের মাংসগুলো মুখে লাগে তিতো।
সমস্ত বনের পশু আমার নামে ভীতো।।২৮৯
হিমিরা বাঘের খুড়ি উড়ান চড়ই।
বলে অবধান কর অতঃপর কই।।২৯০
মারিয়া পালের ষাঁড় পিঠে লইয়া তুলি।
মানুষের শিরে যেন তুলা ভরা ডুলি।।২৯১

রড়াইয়া আগে যায় পবনের আগে।
শিকারি ফিকারে সোর কেবা আছে বাঘে।।২৯২
ঢেঁকীর উপর উঠি ঘন দেই পাড়।
গেরোস্তরা বাহির হইয়া বলে মার মার।।২৯৩
তার ঘরে মানে চার না চিনে আমায়।
ঘাড়েতে পড়িলে তবে ডাকে পরিত্রায়।।২৯৪
দারুণ দুরন্ত বলে বজ্রদন্ত বুড়া।
মাথাটা ডাগর যেন পাঁচকাটা পুড়া।।২৯৫
লাপ দিয়া ডিঙ্গায় দশবারো কাঠা।
তাওকি এখন পারি বয়সেতে ভাটা।।২৯৬
ধুলায়সঞ্চার বলে অপরূপ এই।
মোরে কি দেখিতে পারে সংসারের কেই।।২৯৭
গাঝাড়া মারিলে হই পর্ব্বত দেউল।
ছপকি মারিলে হই খুদিয়া নেউল।।২৯৮
ভূতলেতে আমার নামেতে হাঁড়ি ফাটে।
খাড়া যেন খুরধার ছুঁতে মাটি কাটে।।২৯৯
সমুখে পড়িয়া যায় গরু কি বা নর।
যাহারে তোমার কৃপা তারে কিসের ডর।।৩০০
হেনকালে হীরা বলে হাত করি জোড়া।
আদাজল পান মোর মহিষের গোড়া।।৩০১
গুলাগলা পেট যদি ভরি মাংস খাইয়া।
এক হাই ছাড়িলে ফুরায় পাক পাইয়া।।৩০২
কবি কৃষ্ণরাম বলে সরসের সার।
বলিতে লাগিল তবে বাঘ আর আর।।৩০৩

১৭

রূপচাঁদ বলে শুন ভকতবৎসল।
সিংহের সহিত হইলে বুঝিষ না বল।।৩০৪
গণ্ডার কিসের খাই হাথি কোন ছার।
তৃণবৎ দেখি যেন বনের বয়ার।।৩০৫
রুষে বলে লাকেশ্বরী দুর্জয় প্রতাপ।
পর্ব্বত ডিঙ্গাতে পারি দিয়া এক লাপ।।৩০৬

যত বৃক্ষ দেউল আমার পায় নাব।
সমুদ্র তরিয়া বল কোন দেশে যাব।।৩০৭
কুষব্যা শুষব্যা বলে তারপর হাস্যা।
হাঁড়িমুড়ি দিয়া আমি জলে যাই ভাস্যা।।৩০৮
লাফ দিয়া নায় পড়ি বড়ভর দেখে।
করে বাজুকুতা বাঁচে মোর ঠাঞী ঠেকে।।৩০৯
একদিন বিপাকে পড়িয়াছিনু রায়।
কুম্ভীরে ধরিয়া পাছে ছুপাইতে চায়।।৩১০
চক্ষে তার বসাইলাম নোক দুই জুড়ি।
ছ্যাড়ে দিয়া দূরে গিয়া ছাড়ে ভূড়ভূড়ি।।৩১১
হুড়কাখশালে বাঘ তারপর কয়।
রাত্রিযোগে হুড়কা কশাই তয়তয়।।৩১২
ঘরের ভিতর গিয়া আমি বড় রাড়।
একে একে সমস্তগুলির ভাঙ্গি ঘাড়।।৩১৩
বিশ্ব পরাজয় মোর তার সন্দ নাই।
সবে মাত্র হারিলাম মউল্যার ঠাঞী।।৩১৪
একদিন এক বেটা মারিলেক ঠেঙ্গা।
সেই হইতে হইয়াছে কাকলীখানি ভাঙ্গা।।৩১৫
ভূতলিয়া বাঘ বলে রায় পানে চায়্যা।
একদিন হাটে যায় জনকতো মেয়্যা।।৩১৬
মাঝে এক মাগিরে ধরিল একলাপে।
আত্ম মাগি আসি মোর অণ্ডকোষ চাপে।।৩১৭
পলাইলাম উঠিয়া শিকার মিছামিছি।
সেই হইতে (মোর) ফুলেছে হোলবিচি।।৩১৮
এতেক শুনিয়া বলে বাঘ দুরবার।
মায়্যে মানুষের নামে মোর নমস্কার।।৩১৯
একমাগি প্রসন্ন হইল এককালে।
বনের বিতর ঘর বেড়া দিয়া জালে।।৩২০
ভালিয়া চাহিয়া দেখি ছাওয়া নাই চাল।
লাপ দিয়া উঠিলাম তথায়ে তৎকাল।।৩২১
দুই হাতে ধরিয়া চাল গলাইতে শির।
হেনকালে ওঠে মাগি জানিয়া ফিকির।।৩২২

গরানকাঠেতে আগুন রাখেছিলো।
একখানি আনিয়া অমনি গোঁপে দিল।।৩২৩
আতিবিতি বাহিরে পড়িয়া গড়াগড়ি।
গোপদুটা পোড়া যায় জ্বালা ধরে বড়ি।।৩২৪
খোয়াড় ভাঙ্গার কথা শুন বলি রায়।
একদিন ঠেকেছিল প্রমাদিয়া দায়।।৩২৫
গোয়ালের ভিতর গেলাম বাছুর খাইতে।
দুয়ারে লাগিল টাটী না পারি বাহিরাতে।।৩২৬
বাহির হইতে আমি পথ নাই পাই।
মনে করি খাওয়া থাক পরাণ বাঁচাই।।৩২৭
গরুর ঢুসায় আমি মর্ম্মব্যথা পাই।
আজি বুঝি মরিলাম খাবার মুখে ছাই।।৩২৮
পাঁজর ভাঙ্গিল মোর ষাঁড়ের গুতায়।
মড়ার আকার হইয়া রহিলাম ছুতায়।।৩২৯
প্রভাতে গোয়ালাগণ বলে মড়াবাঘ।
টানিয়া ফেলিল দূরে গায় বৈসে কাক।।৩৩০
কুকুরে ঘিরিল যতো গিধিনির রেলা।
উঠিয়া দিলাম রড় দেখাইয়া কলা।।৩৩১
শুনিয়া বলেন রায় কর অবগতি।
ভাগ্যে সে নদীর কূলে আমার বসতি।।৩৩২
যতো মড়া আসিয়া ফেলায় নরলোক।
কুচাই বনেতে থাকি সেই মোর ভোগ।।৩৩৩
মেকমেকী নামে এক বাঘিনী পাইয়া।
দুইভাগে আধাভাবে করিলাম বিয়া।।৩৩৪
শিকার করিতে তারে পাঠাইয়া বনে।
ডুম্মরি তুলিয়া খাই মহানন্দমনে।।৩৩৫
আজি (দেখি) তাহার শিকার নাহি ঘটে।
একপা খাইলাম তার খোঁড়া হইয়া হাটে।।৩৩৬
সরস কবিতা কবি কৃষ্ণরাম গায়।
বাঘের বিক্রম শুনি হাসিলেন রায়।।৩৩৭

১৮

হীরা বাঘে সাজিয়া রায় হইল সোয়ার।
পৃষ্ঠে ঢাল কাটারি কোমরে যমধার।।৩৩৮
দুই তরকছ বাধা পরিপূর্ণ বাণ।
কোপেতে কম্পিত রায় করেতে কামান।।৩৩৯
পঞ্চপাত্র চলে পঞ্চ বাঘের উপর।
ঘোর অন্ধকার রাত্র আড়াই প্রহর।।৩৪০
দলবল বাঘের লইয়া মহাকায়।
ধাইল উত্তর মুখে দক্ষিণের রায়।।৩৪১
উত্তরিল খনিঅ আসিয়া অবিলম্ব।
হইতে লাগিল হুড়াহুড়ির আরম্ভ।।৩৪২
ওথায় পীরের বাঘ ছিলো থানাথানা।
শুনিল সমর রায়ঠাকুরের হানা।।৩৪৩
কাহার বসতি তার নিকট গোড়ায়।
যেন পক্ষকাল মাত্র উড়িয়া পলায়।।৩৪৪
ছয় বাঘ ধরা গেলো প্রধান প্রধান।
রায়ের আজ্ঞায় কাটে এক এক কান।।৩৪৫
যতেক ফকিরগণ ধরিল ঘিরিয়া।
ঝুলিকাথা উরমল ফেলিল চিরিয়া।।৩৪৬
কিল চাপড় মারে এই তার ভাষা।
ভাঙ্গ গিয়া এখন দক্ষিণরায়বাসা।।৩৪৭
পোস্তের হুলনাগুলি মারিল আছাড়ে।
বাঘে রক্ত খায় কারো কামড়ায় ঘাড়ে।।৩৪৮
মোরগ মুরগি যতো ছিলো হালোয়ান।
বাঘরাল সমস্ত করিল জলপান।।৩৪৯
নিষেধ করেন প্রভু রায় মহারাজ।
ভিখারি মারিয়া মোর কত বড় কাজ।।৩৫০
তোবা তোবা সঙরে বাঁচিয়া অতপর।
বড়খাঁ গাজির কাছে জানায় খবর।।৩৫১
কি কর বসিয়া গাজি কার মুখ চায়।
মটুকের বেটি লইয়া উঠিয়া পালায়।।৩৫২
আসিয়া বেড়িল রায় বাঘে বেড়ে গাঁ।
বুঝিয়া বিধান কর গাজি বড়খাঁ।।৩৫৩

কোথায় তোমার বাঘ কার নাই দেখা।
কেরামৎ কিবা আর কি করিবে একা।।৩৫৪
যুকতি এখন যতো খালি অন্তঃসার।
ভাঙ্গিতে ওনার রস কদাচিৎ পার।।৩৫৫
আমার ফকির তবু একেত ফৈজত।
তোমারে পাইলে করে না জানি কেমত।।৩৫৬
এসকল কথা সাহেব বড় রুট্টা।
তারগার উপর পড়িল আসে ছুট্টা।।৩৫৭
দেখা হয়ে উল্লুকে তুড়া বৈচে চাক।
হামুক কহে লে আউয়ে ইতি বেরিভাগ।।৩৫৮
খানেক এক্তার ছব ক্ষুর কি ও মছনথ।
চুলামে ঘুছাড় কের কছু কলানথ।।৩৫৯
কহিতে কহিতে রেগে যম অবতার।
খান দাউড়া বাঘেতে হইল সোয়ার।।৩৬০
ঢাল তরআর দিয়া খাওয়াসের হাথে।
কামান তরকচ নিল পরিপূর্ণ সাথে।।৩৬১
বাহির হইল বেগে অন্দর থাকিয়া।
পলাইল যতো বাঘ আনিল হাকিয়া।।৩৬২
দুই দলে বাঘে বাঘে হইল রামরামি।
অবিচারে বসিয়া রহিল করি খামি।।৩৬৩
আপনা আপনি মোরা কাজ নাই হুর।
জয় পরাজয়ে বুঝি কি হয়ে ঠাকুর।।৩৬৪
প্রধানে প্রধানে দেখা গালাগালি লাগে।
গরজিয়া গাজিরে কহেন রায় আগে।।৩৬৫
পায়েতে পড়িলি পূর্ব্বে মনে নাই এটা।
গোস্ত খাইয়া মস্ত হইলে দোস্ত আর কেটা।।৩৬৬
মটুক বামনের বেটি লইয়া আইলে কাড্যা।
ইমান এমনি বটে কর্ম্মা বাটপাড়্যা।।৩৬৭
আমা হইতে পীর হইলে শিরনি পায়েন।
খাইতে আনিলাম কুচে গুদেরে ধায়ন।।৩৬৮
বাঘের আমল পাইলে ফৌজ লইয়া মোর।
এখুনি আপনি কর্ত্তা আমি যেন চোর।।৩৬৯

পিপীড়ার পালক উঠে মরণ লাগিয়া।
আমার মুরতি ঘর পেলাম ভাঙ্গিয়া।।৩৭০
খনিয়ায় করিব খুন খানিক জিরাও।
নহে বা কুমতি অতি এখনি ফিরাও।।৩৭১
শরণ লইলে ফের রাখিব তুষিয়া।
ভণে কৃষ্ণরাম গাজি কহেন রুষিয়া।।৩৭২

১৯

বেমান কাফের তোম বেসোর কমজাত।
শুনরে আহাম্মখ গিধি মেরি এক বাত।।৩৭৩
থাওকে জঙ্গুলি হুয়াকে মাতআলা।
এতাবড়ে কদুরথ দেও এ গালিগালা।।৩৭৪
আভি নাই জান্তেহ বড়েখাঁ গাজি পীর।
খোদায় মাদার দিয়া দুনিয়াকু জাহির।।৩৭৫
সরিগাতা মুল্লুক তোমুকু কোন কিয়া।
কহ তাঁহা জাঁয়েকে আমল নাই দিয়া।।৩৭৬
নাহিক জবান জেঠাগেড়ে চুববে মেরা।
তবে হবে সাজি জতো জবিজ তেরা।।৩৭৭
ভালা আগে করো তোম যতেক করণে।
ভেজতাহোঁ জমকু হুজুরি চলোনে।।৩৭৮
শুনিয়া হারামজাদ মহলিয়া ফোদ।
গোসাঞী পয়দা কিয়া সার বেটিচোদ।।৩৭৯
দোহাই দক্ষিণরায় ছব নাহি মানে।
দেতা নাই হামকু থোড়াই কুচ খানে।।৩৮০
আপকী ভালাই চাহ দূর জাহা ভাগ।
জাহা বিলাই তাহা জাকে লাগ।।৩৮১
তোড় দিয়া মুরতি ছাপর টুট গিয়া।
হেছমে গোছ খোরকে করণে ছকো কিয়া।।৩৮২
হামকে রহেনে লাগা কালানল শের।
দাগাবাজি জাহির হুআতা ফেরফের।।৩৮৩
পাঙ মেরি পাকোড় বাঙ্গালি কুর্ত্তা বেরি।
ভাটিকূ আমল কুচ ফের দেও তেরি।।৩৮৪

পয়দা জতেক কিছু হয় হররোজ।
তেরা আধা মেরা আধা এই বাত সোজ।।৩৮৫
লেখদেকে জকছে বিলাখ জায় আব।
গরিব খাতের গুনা মাপ কিয়াছব।।৩৮৬
গাজির গজব আর নারিল সহিতে।
হাসিয়া দক্ষিণরায় লাগিল কহিতে।।৩৮৭
কোথাকার কেবা তুমি কিসের আমল।
গাঁয় নাই মানে যেন আপনি মণ্ডল।।৩৮৮
যতো আমি ক্ষমা করি পূর্ব্ব আশনাই।
বাড়িতে বাড়িতে বড় বাড়িল বড়াই।।৩৮৯
পাপী যেমন পাপেতে মজিয়া যায় মন।
পরিণামে পায়ে টেয় যম দরশন।।৩৯০
নীচলোক বাড়িলে আকাশে মারে লাথি।
লছমি ছাড়িলে শেষে দুঃখ নানাজাতি।।৩৯১
তেমনি তোমার সাজা হইবেক চূর।
মর কিংবা পালাও পরাণ লইয়া দূর।।৩৯২
আনিয়াছে বাঘ যে যাহার সাথে সাথে।
কুচি কুচি করিয়া ভকিব এক সাথে।।৩৯৩
খান দাউড়া তোমারে পৃষ্ঠে বহে বটে।
ইহাই এখন রাখ এই বাণ ছুটে।।৩৯৪
বলিতে বলিতে বেগে সিংহদুঃখ বাণ।
এড়িলা হুঙ্কার দিয়া নব খরসান।।৩৯৫
কপালে বাজিল গিয়া বজ্রসম ঘায়ে।
পড়িয়া পীরের ঘোড়া গড়াগড়ি যায়।।৩৯৬
দাঁড়াইল বড়খাঁ বাহন গেল সেরা।
ডাকিল বাঘ অরে আও মেরা।।৩৯৭
ভগল পড়িল কেবা রহে সেই বাতে।
সকল মিশায় গিয়া রায়ের জমাতে।।৩৯৮
রুষিয়া বড়খান গাজি কষিলা কামান।
এড়িলা বিষম বড় বজ্রতুল্য বাণ।।৩৯৯
ধনুক কাটিয়া পাড়ে দক্ষিণরায়েরি।
আর বাণ আনিয়া যোগায় ক্ষণ করি।।৪০০

অগ্নিবাণ এড়িলেন মহাক্রোধ পীর।
পলায় সকল বাঘ পোড়য়ে শরীর।।৪০১
হীরাবাঘ অস্থির পুড়িল তাহার গোঁপ।
দেখিয়া দক্ষিণরায় ঠাকুরের কোপ।।৪০২
এড়িলেন বরুণবাণ ভাবিয়া উপায়।
কৃষ্ণরাম বলে জলে আনল নিভায়।।৪০৩

২০

মহা ভয়ঙ্কর সেল ফালা তার গজবেল
প্রতাপে পলায় দিবাকর।
দক্ষিণদেশের পতি গর্জন করিয়া অতি
এড়ে বাণ পীরের উপর।।৪০৪
বাজে ঘণ্টা প্রচণ্ড যেমন যমের দণ্ড
বেগে যায় পবনের আগে।
নির্ভর হইয়া তাথে ধয়ে গাজি বাম হাথে
ভাঙ্গিয়া দুখান কৈল রাগে।।৪০৫
ধন্য ধন্য দেবগণে তবে রায় ততক্ষণে
আনল উথলে নীল শূন্য।
নিবারণ নাই যায় পড়িল প্রমাদ দায়
পীর ভাবেন পয়গম্বর ঘন (ঘন)।।৪০৬
দড়বড় বুকে বাজে পড়িয়া পৃথিবী মাঝে
সারিয়া উঠিল ফের গাজি।
সেইরূপ এক কায় মৃত্তিকায় শোভা পায়
ঈশ্বরের কথা মায়াবাজি।।৪০৭
শিবশূল নহে বৃথা রাখা গেল দুই তথা
রায়েরে ডাকিয়া বলে পীর।
পুত্রভেদ দিয়া জম বত্ত হায়ত কম
তেরি এভি বেরিলেঙ্গে শীর।।৪০৮
গিধড় বাঙ্গালী বাছা আউরথ রাখে আউপিছা
দেখান পাউনে নাই ফের।
এয়ার না নিয়াছব মহলিয়া কাহা আব
মানমাতু চালুকেলা টের।।৪০৯

এইরূপ বাকছলে ঘলঘুলি দিয়া টানে
চকমক একশত চারি।
কোপে কায় কম্পমান ছাড়িয়া কামান বাণ
খরশান খাঁড়া নিল ঝাকি।।৪১০
দিয়াছিলেন পয়গম্বর চোট বৃথা নহে যার
হীরাধার নিবসয় যম।
মারিতে দক্ষিণরায়ে ধায় গাজি অনিবারে
বলবন্ত সাহস অসম।।৪১১
বেড়িপাক দিয়া সাটে সাত হাজার বাঘ কাটে
ফুকারেতে অপর প্রলয়।
আকাশে দেখিল সবে সমুখে আসিয়া তবে
হানে কোপ রায়ের গলায়।।৪১২
কিঞ্চিত না করে কার উখাড়িয়া তরআর
তথাচ মহিমা তার এই।
সেইক্ষণে ক্ষিতি পড়ি মায়ামুণ্ড গড়াগড়ি
যেমন দক্ষিণরায় সেই।।৪১৩
অকালে প্রলয়ে পড়ে ঢাল খাঁড়ায় দুহে নড়ে
সাঁজোয়ায় কোপ ঝনঝন।
ক্ষিতি করে টলমল হেন বুঝি যায় তল
বিকল সকল দেবগণ।।৪১৪
কবি কৃষ্ণরাম ভণে দুই সিংহ যেন রণে
কার না করিহ অল্‌পবোধ।
শুন অপরূপ কথা ঈশ্বর আসিয়া তথা
উত্তরিলা ভাঙ্গিতে বিরোধ।।৪১৫

২১

অর্দ্ধেক মাথায় কালা একভাগে চূড়া টানা
বনমালা ছিলিমিলি হাথে।
ধবল অর্দ্ধেক কায় অর্দ্ধনীল মেঘ প্রায়
কোরাণ পুরাণ দুই হাথে।।৪১৬
এইরূপ দরশন পাইয়াছে দুইজন
ধরিয়া পড়িল দুই পায়।

তুলিয়া অখিলনাথে বুঝাইয়া হাথে হাথে
দুইজনে দোস্তানি পাতায়।।৪১৭
এই ভাটি অধিকার সকল দক্ষিণরায়
হুড়াহুড়ি কেন পীর।
কেবা তোমা নাই মানে বেকত সকল খানে
ডাকপাক দুনিয়ায় জাহির।।৪১৮
যেই তুমি সেই রায় বর্ব্বর লোকেতে তায়
ভেদ করে দুঃখ পায় নানা।
একমাত্র সবে সার যত কিছু দেখ আর
সকল মিথ্যাকার খেলা।।৪১৯
বড়খাঁর মায়াকায় গোরে কেরামত তায়
হইবে লোকের কাম ফতে।
যেখানে পীরের নাম বারাম মকাম থান
যত ফয়তালা নামেতে।।৪২০
মায়ামুণ্ড এইরূপ দক্ষিণদেশের ভূপ
পূজা করিবেক যতোজন।
বারতার ক্ষেয়াতি তবে ঠাঁই ঠাঁই (হবে) ভবে
কোনখানে মূরতি সকল।।৪২১
শুভ দৃষ্টি দিয়া তবে মরাবাঘ জীল সভে
সমরে পড়িল গিয়া তথা।
খান দাউদা বাঘ শিরে তার হাত রাখে।
হাসিয়া বলেন এই কথা।।৪২২
কপালে বাজিয়া বাণ গিয়াছিল বটে প্রাণ
আজি হইতে আমি দিলাম বর।
তীর গুলি শেল শূল ঠিকিয়া যাইবে দূর
কপালে বাজিলে তোর ঘর।।৪২৩
দুষ্ট জন্তু বড় রাড় পশিলে ভাঙ্গে ঘাড়
পাসরিল এইসে কারণে।
যদ্যপি ধরিয়া খাও তথা যেন ভয় পাও
দেখা হইলে মানুষের সনে।।৪২৪
বারো বৎসরের পর সন্তান তোমার ঘর
শিকার সদাই নাই পাবে।

সূর্য্যের উদয় বেলা পাকাইয়া কাদা ডেলা
গরাসিলে ভোখ দূরে যাবে।।৪২৫
এখন দক্ষিণরার সব ভাটি অধিকার
হিজুলিতে কালুরার থানা।
সর্ব্বত্রে সাহেব পীর সবে নোঞাইবে শির
কেহ তারে না করিবে মানা।।৪২৬
এতবলি অন্তর্দ্ধান হইলেন দেব ভগবান
কাহার শকতি মায়া বুঝে।
অলঙ্ঘ্য তাহার বাণী নরে ঘরে ঘরে জানি
তদবধি এইরূপ পূজে।।৪২৭
শুনি সাধু গুণধাম ভক্তি ভাবে প্রণাম
করিয়া প্রসাদ নিলা ফুল
কবি কৃষ্ণরাম বলে ডিঙ্গায় উঠিয়া চলে
পাইয়া পবন অনুকূল।।৪২৮

২২

ভক্তিভাবে প্রণমিয়া দক্ষিণের রায়।
তরণি লইয়া তবে সদাগর যায়।।৪২৯
অম্বুলিঙ্গ মহাস্থলে যথা ত্রিপুরারি।
অশেষ ভকতি সাধু প্রণাম করি।।৪৩০
ছত্রভোগে পূজা কৈল ত্রিপুরা ভবানী।
কাকদ্বীপ গজঘড়ি বাহিয়া তরণী।।৪৩২
পশ্চাত করিয়া কালসাপের মহাল।
মগরা বাহিয়া চলে সাধুর সন্তান।।৪৩২
বাহিয়া আছাড়ায় তরী ভিন্ন সলিল।
তরী গঙ্গা পরশিল বন্দিয়া কপাল।।৪৩৩
সাধু বলে মহাতপা কপিল বিষ্ণুঅংশ।
কোপেতে করিল ভস্ম সগরের বংশ।।৪৩৪
সেই বংশ ভগীরথ পাইয়া বড় সংজ্ঞা।
অনেক তপের ফলে আনিয়াছে গঙ্গা।।৪৩৫
হিমালয় হইতে আইল এই সতী।
ভগীরথের কৃপাহেতু নাম ভাগীরথী।।৪৩৬

এথায় আসিয়া দেবী শতমুখ হইল।
মুক্তিপদ পাইল যতো ব্রহ্মশাপে মৈল।।৪৩৭
ঐ দেখ সুরধুনী সাগরে মিশায়।
পুলকিত কর্ণধার সাধুর কথায়।।৪৩৮
সেদিন রহিল তথা উপবাস করি।
স্নানদান প্রভাতে চলিল সপ্ততরী।।৪৩৯
বাহ বাহ বলি ডাকে সাধুর নন্দন।
গঙ্গাসাগরেতে গিয়া দিল দরশন।।৪৪০
পতিতপাবন স্নান বড় অনুভব।
ভক্তি করি পূজা কৈল অনন্তমাধব।।৪৪১
সঙ্গমে নাহিয়া সাধু চলে মনসুখে।
বেন্নতোরণের রাজ্য বাহিল কৌতুকে।।৪৪২
বাহ বাহ বলি ডাকে সদাগর ধনী।
মার্কণ্ড রাজার দেশ বাহিল তরণী।।৪৪৩
বাবুরমকাম বাহিয়া চলে তারপর।
কর্ণপুর দেশ দূর বাহিল সত্বর।।৪৪৪
অকূল সমুদ্র দেখি সাধু ভয় মন।
উড়িষ্যার নিকটে দিলেন দরশন।।৪৪৫
পাষাণদেউল দেখ পতাকা উপর।
অমরাবতীর তূল্য স্থান মনোহর।।৪৪৬
কর্ণধার জিজ্ঞাসিল কহ সদাগর।
এ কোন নগর দেখি পরম সুন্দর।।৪৪৭
সাধু বলে অপরূপ কথা শুন বলি।
কৃষ্ণরাম বিরচিল মধুর পাচালি।।৪৪৮

২৩

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা নাম — কল্লিতে কেবল রাম
ছিল উৎকলের অধিপতি।
সেইতো নৃপতিবর — যশে জিনি শশধর
বিষ্ণুপদ ভাবনা সন্ততি।।৪৪৯
যতনে সমুদ্রতীর — পাষাণ মন্দির ধীর
দিলে চিরদিন অভিলাষি।

স্থাপি তথা নারায়ণ তেয়াগিয়া অপঘন
অবিরত বৈকুণ্ঠনিবাসী।।৪৫০
দারুব্রহ্ম রূপ ধরি কলিযুগে অবতারি
সংহতি সুভদ্রা বলরাম।
দেখিলে না রহে পাপ হরে দুঃখ শোকতাপ
হয় বিষ্ণুপায় তার ধাম।।৪৫১
বলে বণিকের মণি সর্ব্ব অস্ত্রে হীন শুনি
মরে যদি আঠারোনালায়ে।
দিব্য কলেবর ধরি বিমানেতে ভর করি
অমর নগরে চলি যায়।।৪৫২
কি করে শমন আর জন্ম নাই পুনর্ব্বার
নহে ইন্দ্র তাহার সমান।
এই উড়িষ্যার মাঝে মনুষ্য যতেক আছে
অবনীতে সেই পূণ্যবান।।৪৫৩
প্রভু ত্রিভুবনের নাথ বাজারে বিকায় ভাত
ছেনাপানা অতি সুমধুর।
দেখিলে মানস হরে লইতে বাসনা করে
স্বয়ম্ভু সমান যত সুর।।৪৫৪
বিশেষ কি কব আর শুন ভাই কর্ণধার
এই কলি সঙ্গ ভয়ানক।
লোক হইল দুরাচার ধ্যান জ্ঞান নাহি আর
পুন পুন বাড়য়ে পাতক।।৪৫৫
অসৎ ব্যয় করে ধর্ম্মকর্ম্মে নাহি মন
এই কলিকালের বেভার।
দ্বিজ আদি বর্ণ যতো যবন আদি করি কতো
পশ্চাত হইবে একাকার।।৪৫৬
হেন লয় মোর মনে তারিবেন পাপী জনে
জয় জগন্নাথ মহাপ্রভু।
ব্রহ্মা আদি যতো দেবে পরম যতনে সেবে
মুই কি মহিমা জানি কভু।।৪৫৭
চাঁদমুখ নিরমলে দেখ গিয়া কুতুহলে
আজি শুভ দিবস তোমার।

শমনের নাহি ভয় কলুষ হইবেক ক্ষয়
কবি কৃষ্ণরাম কহে সার।।৪৫৮

২৬

সদাগর কুতূহলে কর্ণধার সঙ্গে চলে
দেখিবারে প্রভু জগন্নাথ।
গ্যাটার গাবর জতো সভে অতি হরষিত
পূরিবে মনের আজি সাধ।।৪৫৯
পরম কৌতুক হইল বাজারে প্রবেশ কৈল
শতেক দোকান সারি সারি।
সুখে করে বিকিকিনি পুরুষ মদন জিনি
পদ্মিনী সমান যতো নারী।।৪৬০
দেখি দিব্য পুরি রাজে পশিল মন্দির মাঝে
পরম ঈশ্বর মহাশয়।
করে কনকের সার গলায় মুকুতা হার
হেরি মুখ দুঃখ নাহি রয়।।৪৬১
গলায় বসন দিয়া প্রণাম করিল গিয়া
সমুখে রহিল সদাগর।
অনেক রতন দিল মাগিয়া প্রসাদ নিল
খাইয়া মাথায় মুছে কর।।৪৬২
কিনিয়া লইল ছেনা তোড়ানি মধুরপানা
সন্দেশ সুধারস কত।
পরম আনন্দে সবে ডিঙ্গায় উঠিল তবে
সদাগর আদি যতো।।৪৬৩
বাইয়া তরী সাড়ি গায় পবন জিনিয়া যায়
সপ্‌ত তরণী মনোহর।
গিয়া সেতুবন্ধ পাছে ভকতি করিয়া পুছে
দয়ার অবধি রামেশ্বর।।৪৬৪
সমুদ্রের জাঙ্গালি হেরি কর্ণধার আদি করি
জিজ্ঞাসিল সদাগর প্রতি।
কহ কহ অহে বন্ধু কেবা বান্ধিল সিন্ধু
এতো নহে নরের শকতি।।৪৬৫

সাধু বলে শুন ভাই ইহা বিস্তারিয়া কহি
অপূর্ব্ব কাহিনী রামায়ণ।
শুনিলে অসংখ্য পুণ্য পাপতাপ হয় শূন্য
কৃষ্ণরাম করিল রচন।।৪৬৬

২৫

অযোধ্যা নগরে ছিল রাজা দশরথ।
প্রজার পালন করে যেন পুত্রবৎ।।৪৬৭
সাত শতো বিভাতে প্রধান তিন নারী।
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সুন্দরী।।৪৬৮
চারি অংশে জন্ম লভিয়া নারায়ণ।
রামচন্দ্র ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন।।৪৬৯
জনকরাজার কন্যা সীতা রূপধাম।
হরধনুক ভাঙ্গিয়া বিভা কৈলেন রাম।।৪৭০
কৈকেয়ী রাজার ঠাঁই মাগিলেন বর।
রামসীতা বনবাস চৌদ্দ বৎসর।।৪৭১
ভরতের রাজ্য দিয়া করি অভিষেক।
শুনিয়া মূর্চ্ছিত রাজা বচন এতেক।।৪৭২
সংহতি লক্ষ্মণ সীতা গেলা বনবাসে।
শরীর ছাড়িল রাজা রামের হুতাসে।।৪৭৩
পরিধান বাকল মাথায় জটাভার।
জল আর ফলমূল কেবল আহার।।৪৭৪
সূর্পনখা নাম এক নিশাচারী রামা।
রামেরে আসিয়া বলে বিভা কর আমা।।৪৭৫
নাক কান তাহার লক্ষ্মণ বীর কাটে।
কান্দিয়া কহেন খরদূষণ নিকটে।।৪৭৬
আইল মারিতে রাম সেইত অজ্ঞানী।
সঙ্গে নিশাচর চৌদ্দ হাজার বাহিনী।।৪৭৭
বিনাশ করিল তাহা প্রভু নারায়ণ।
লঙ্কার ঈশ্বরবর শুনিয়া রাবণ।।৪৭৮
হরিতে রামের সীতা কুবুদ্ধি পাইল।
মৃগরূপে মারীচ রাক্ষস পাঠাইল।।৪৭৯

তাহারে বধিতে গেলা শ্রীরঘুনন্দন।
শূন্য ঘরে জানকী হরিল দশানন।।৪৮০
বিকল হইল রাম জানকীর মোহে।
বসন তিতিয়া গেলা লোচনের লোহে।।৪৮১
কান্দিয়া বিকল রাম হারাইয়া সীতা।
বিশেষ কহিল পাখী জনকের মিতা।।৪৮২
সুগ্রীব রাজার সনে করিয়া মিতালি।
বধিল তাহার রিপু বালি মহাবলি।।৪৮৩
দুই অঙ্গ পবিত্র বধিয়া রাবণ।
জানকী লইয়া কৈল দেশেরে গমন।।৪৮৪
লক্ষ্মণ ভাঙ্গিল সেতু শুন কর্ণধার।
কৃষ্ণরাম বিরচিল সঙ্গীতের সার।।৪৮৫

২৬

সদাগরের মুখে শুনি রামায়ণের কথা।
কর্ণধার বলে কিছু কাজ নাই এথা।।৪৮৬
বাহিয়া চলিল ডিঙ্গি জিনিয়া পবন।
শ্রীহাদ্যা দহের নিকটে দিলেন দরশন।।৪৮৭
নোঙ্গর করিয়া তথা ক্ষেয়া চাপাইল।
বন্ধন করিয়া সবে কৌতুকে রহিল।।৪৮৮
জোয়ারে ভাসিল হ্রদ কুলে গিয়া লাগে।
তখনি বাহিয়া চলে সমীরণ বেগে।।৪৮৯
তবেত কাঁকড়াদহে উত্তরিল গিয়া।
নির্ভয় সাধুর সুতা রায়েরে ভাবিয়া।।৪৯০
পুড়িয়া ছাগোলগণ পেলাইয়া দিল।
তবে সবে জোকাদহে মাঝে উত্তরিল।।৪৯১
জিনিয়া তালের গাছ জোকের শরীর।
রাখিল সাধুর ডিঙ্গা গাবর অস্থির।।৪৯২
চূণখার ছালাছালা পেলে সেই জলে।
তরাসে যতেক জোক নামিল পাতালে।।৪৯৩
দাড়াউভ করি (রহে) চিঙ্গুড়ির বার।
দেখিয়া হাসিয়া বলে সাধুর কুমার।।৪৯৪

নল খাগড়া কোঁড়াবোন দেখি হে সাগরে।
ঘরে গেলে সরস কথা কহিব সভারে।।৪৯৫
কর্ণধার বলে সাধু ও নয় খাগড়া।
(পুরাণ) চিঙ্গুড়ি মৎস্য তার (এই) দাড়া।।৪৯৬
অবিলম্বে সপ্ততরী বাহিয়া চলিল।
সমুখে অনেক সর্প দেখিতে পাইল।।৪৯৭
জানিয়ত মুখ তার বড় পরমাদ।
হাঁ করিয়া তরণী গিলিতে করে সাধ।।৪৯৮
বুদ্ধিমন্ত কর্ণধার বড়ই চতুর।
মানসে ঔষধ বাঁধে ভাবিয়া গরুড়।।৪৯৯
রায়পদকমলে করিয়া পরণতি।
কৃষ্ণরাম বিরচিল মধুর ভারতী।।৫০০

২৭

সমুখেতে পক্ষিচয় উড়িয়া বেড়ায়।
ভয়ঙ্কর বড়ই পর্ব্বত সম কায়।।৫০১
ছুঁইলে গিলিবে ডিঙ্গা হেন (লয়) মন।
তরাসে রোদন করে সাধুর নন্দন।।৫০২
আজি যে (জানিল) মৃত্যু নিশ্চয় হইল।
সুশীলার নন্দন বড়ই দড়াইল।।৫০৩
কর্ণধার জানে তার ঔষধের ছলা।
কামানে ভরিয়া দারু দিলেক গোরলা।।৫০৪
অতি বিপরীত সেই গুরুগুরু শব্দ।
শুনিয়া খগের চর হইল নিস্তব্ধ।।৫০৫
ছোটতাল বড়তাল করিয়া পশ্চাত।
সঙ্খ কড়ি বন্দি করি যায় সাধুনাথ।।৫০৬
কালিদহ বাহিয়া সিংহল করি বাম।
রাজদহে উত্তরিল ভণে কৃষ্ণরাম।।৫০৭

২৮

রাজদহে গেল সাধুর তরী।
রায় সিরজিল সাগরে পুরী।।৫০৮

সাগরের মাঝে পড়িল চর।
কত মনোহর সোনার ঘর।।৫০৯
সিংহাসন মাঝে বসিলা নারায়ণ।
সমুখে সকল কিঙ্করগণ।।৫১০
বামে নীলাবতী মুরতি জায়া।
সকলি জানিবে দেবের মায়া।।৫১১
ডাহিনে সুগ্রীব আদেক পায়।
সমীরণ করে রায়ের গায়।।৫১২
নানা পরকার চৌদিকে তরু।
অকালে সকল সরস চারু।।৫১৩
নারিকেল কুল রসাল গুয়া।
দেখিল বহুল শালিক শুয়া।।৫১৪
ক্ষণে ক্ষণে উঠে ক্ষণেক বসে।
বকুল বহুত অলি হরিষে।।৫১৫
নানরূপ বেশে সকল পক্ষ।
একেস্তরে চলে ভক্ষকে ভক্ষ্য।।৫১৬
হরিণ মহিষ মানুষ বাঘ।
ছাড়ে বসুমতী দারুণ ডাক।।৫১৭
ময়ুর ভুজঙ্গ করছে খেলা।
কুনজর কেশরী করয়ে মেলা।।৫১৮
দেখিয়া সাধুর হৃদয় ধন্দ।
কৃষ্ণরাম বলে পাচালি ছন্দ।।৫১৯

২৯

সাধু বলে কর্ণধার দেখ সরসের সার
সাগরের মাঝে রম্য পুরী।
অপূর্ব্ব রত্নের ঘর সিংহাসন মনোহর
নাচে গায় বারো বিদ্যাধরী।।৫২০
দেখ এই বিদ্যমানে কহিব রাজার স্থানে
প্রমাণ করিল জনে জনে।
এমন অপূর্ব্ব আর দয়া কিবা দেখিবার
নাহি শুনি এ তিন ভুবনে।।৫২১

শুনিয়া সাধুর বোল হিয়া বড় উতরোল
কর্ণধার আদি একে একে।
দৃষ্টি দেয় চারিভিত দেবমায়া বিপরীত
সাধু বিনে কেহ নাই দেখে।।৫২২
কর্ণধার বসে হাসি হৃদয় এমন বাসি
স্বপন দেখিলে সদাগরে।
অতি অসম্ভব কথা কেমনে কহিবে তথা
বাহ বাহ ফুকরে বহুল।
অনেক দিনের পর ডিঙ্গা লইয়া সদাগর
সমুদ্র তরিয়া পাইল কূল।।৫২৩
ঘাটে চাপাইল তরী বরগ গভীর ভেরী
দামামা বাজায়ে করতল।
সিলই কামান ধ্বনি ঘোরতর শব্দ শুনি
চিন্তিত হইল মহীপাল।।৫২৫
স্নান পূজা কুতূহলে রন্ধন ভোজন করে
পরম হরিষে সদাগর।
ভাবিয়া দক্ষিণরায় কবি কৃষ্ণরাম গায়
নায়কের তরে দেহ বর।।৫২৬

৩০

ঘাটে চাপাইল ডিঙ্গা করিয়া নঙ্গর।
সঘনে সিলই শব্দ ডাকে জলধর।।৫২৭
সুরথ নৃপতি মহাবাদ্য কোলাহলে।
কোটাল নিকটে ডাকি এই বাক্য বলে।।৫২৮
বিবিধ বাজনা বাজে ঘন করে আওয়াজ।
আইলো আমার রাজ্যে কোন মহারাজ।।৫২৯
হেন বুদ্ধি মোর দলে হানা দিল আসি।
অবিলম্বে জান গিয়া বলে গুণরাশি।।৫৩০
চলিল কোটাল সাথে অনেক পদাতি।
আছিল আমারিকরা সাজে মাতাহাতি।।৫৩১
তপত তাঁবার হাড়ি জিনিয়া বদন।
বরণ বিশাল কালো অবিরস মন।।৫৩২

সপ্ত ডিঙ্গা দেখি গিয়া উত্তরিল ঘাটে।
পুষ্পদত্ত বসিয়াছে সুবর্ণের খাটে।।৫৩৩
কোটাল জিজ্ঞাসা করে কহ তেরা ডেরা।
আপন ভালাই চাও হুজুর পাও মেরা।।৫৩৪
সাহেব তলপ দিয়া চল গিধিজাই।
দাগাবাজি কর দূর আব মেরা চাই।।৫৩৫
দিললাগা বেটিচোদ ডাকু সাচ তোম।
গরদান মারিতে তেরা সাহেব হুকুম।।৫৩৬
এত শুনি কহে পুষ্পদত্ত সদাগরে।
না খাই আসিয়া জল তোমার নগরে।।৫৩৭
কূলেতে উঠিতে এত তর্জ্জন তোমার।
ভাগ্যে কেহ নাই যাব নগর রাজার।।৫৩৮
কর্ণধার বলে রাজা এত কেন ক্রোধ।
রাজার কোটাল বট তেই উপরোধ।।৫৩৯
তবে সদাগরবর চিন্তিয়া মানসে।
টাকা দশবারো তাকে দিলেক জিনিষে।।৫৪০
বাছিয়া লইল দ্রব্য ভেট উপায়ন।
রাজসম্ভাষণএ যায় লইয়া নানাধন।।৫৪১
নারিকেল লইল বহুল গুয়াপান।
ঘৃত তৈল তণ্ডুল বসন কতোখান।।৫৪২
গিরিদা হেলান দিয়া বসিলেন তায়।
দুদিকে সেবকগণ চামর ঢুলায়।।৫৪৩
দেখিতে দেখিতে যায় ভূপতি নগর।
অমরাবতীর তুল্য বলে সদাগর।।৫৪৪
চৌহারা বাজার দেখে অনেক দোকান।
পুরুষ রমণী কাম রতির সমান।।৫৪৫
যোগসিদ্ধ যোগীগণ আছে যোগাসনে।
বিভূতি ভূষণ বিনে অন্য নাহি জানে।।৫৪৬
কনকে বাধিল গোড়া রম্য তার কূল।
কদম্ব কদম্ব চাঁপা বিশাল বহুল।।৫৪৭
অবিলম্বে উত্তরল রাজার নগরে।
বালকে ফারসী পড়ে আখোন হুজুরে।।৫৪৮

সোনার কলম কানে দোয়াতি সমমুখে।
কিতাবৎ নিপুণ কায়স্থগণ লিখে।।৫৪৯
তারপরে বিহন্দে আছেন নরনাথে।
দুয়ারে দুরআনি কার না দেয় যাইতে।।৫৫০
কহিল সাধুর কথা রাজার গোচর।
হুজুরে আনহ গিয়া বলে নৃপবর।।৫৫১
চলিল কোটালে বড় হরষিত হইয়া।
রাজার সাক্ষাতে গেল সদাগরে লইয়া।।৫৫২
ভেট দ্রব্য আগে থুইয়া সাধুর নন্দন।
করজোড়ে নৃপতির বন্দিল চরণ।।৫৫৩
আদর করিয়া রাজা বসাইল পাশে।
কিবা হেতু আগমন সাধুরে জিজ্ঞাসে।।৫৫৪
সাধু বলে অবধান করহ রাজন।
যে কার্য্যে পাটনে আমি করিনু গমন।।৫৫৫
নিবাস আমার রাজ্য বরদানগরে।
তাহাতে পূজিত যে মদন নৃপবরে।।৫৫৬
দেবদত্ত নাম পিতা তথায় বসতি।
বহুদিন হইল তার পাটনেতে গতি।।৫৫৭
পিতার উদ্দেশ্যে তথা আইল গুনধাম।
পুষ্পদত্ত মোর নাম ভণে কৃষ্ণরাম।।৫৫৮

৩১

শুনিয়া সাধুর অতি মধুর বচন।
দয়াল হইয়া বলে অবনীভূষণ।।৫৫৯
দূরদেশে পাঠাইয়া এহেন কুমার।
কেমনে পরাণ ধরে জননী তোমার।।৫৬০
প্রণতি করিয়া বলে সাধুর কুমার।
সাবিত্রী সমান সতী জননী আমার।।৫৬১
পতিবিনে সংসার অসার সব মনে।
দিবস রজনী তার পোহায় রোদনে।।৫৬২
দেখিতে না পারি আমি সদা মনস্তাপ।
কেমনে রহিব ঘরে দূর দেশে বাপ।।৫৬৩

পুত্রের এইত কার্য্য শুন নৃপমণি।
বিপদে উদ্ধার করে জনক-জননী।।৫৬৪
রাজা বলে ধন্য ধন্য তোমার জীবন।
ভাগ্যমন্ত জন পায় এমন নন্দন।।৫৬৫
ধন্য ধন্য তোমার বাপ তোমায় জন্ম দিল।
ধন্য জননী তোমার উদরে ধরিল।।৫৬৬
বিবরিয়া সদাগর কহ দেখি শুনি।
কোন কোন দেশ দিয়া বাহিলে তরণী।।৫৬৭
সাধু বলে মহাশয় নাহি ভুলো মনে।
নিবেদন করি কিছু ও রাঙ্গা চরণে।।৫৬৮
পথের বৃত্তান্ত যতো কহিতে লাগিল।
দৈব বিড়ম্বিল দেখ প্রমাদ ঘটিল।।৫৬৯
গঙ্গা সাগরে প্রভু অনন্ত মাধব।
পতিতপাবন নাম বড় অনুভব।।৫৭০
এমনি স্থানের গুণ শুন নরপতি।
জলে স্থলে মানিলে অন্তরিক্ষে মুকতি।।৫৭১
দেখিনু সমুদ্রতীরে প্রভু জগন্নাথ।
দেবতা কিনিয়া খায় যাহার প্রসাদ।।৫৭২
সাগরে জাঙ্গাল বড় বাঁধিল বানরে।
রাবণবধের হেতু রাম অবতারে।।৫৭৩
অতি সত্য আমার বচন শুন ভূপ।
রাজদহে দেখিলাম বড়ই অপরূপ।।৫৭৪
সাগরের মধ্যখানে পড়িয়াছে চর।
ভক্ষ্য আর ভক্ষকে চরে অতি মনোহর।।৫৭৫
দিব্য পুরুষ এক রত্ন সিংহাসনে।
চারিদিকে চামর ঢুলার দাসগণে।।৫৭৬
একথা কহিল যদি সাধুর নন্দন।
শুনিয়া হাসিল রাজা অবনীভূষণ।।৫৭৭
কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের আদেশে।
কৃপা করি রাখ প্রভু নীলকণ্ঠ দাসে।।৫৭৮

৩২

হাসিল অবনীপাল সাধুর বচনে।
সাগরের মাঝে পুরী দেখিলে স্বপনে।।৫৭৯
হেন কথা এথা না বলিহ পুনর্বার।
জুয়ারী ঢেমন সম চরিত্র তোমার।।৫৮০
সাধু বলে কটু কেন বল নররায়।
দেখাব সাগরে পুরী কতবড় দায়।।৫৮১
যদি দেখাইতে নারি সত্য এই কথা।
সাত ডিঙ্গা লইয়া কাটিয় মোর মাথা।।৫৮২
যদি দেখাইতে পারি তবে হার কিবা।
নিজ রাজ্যখণ্ড আর কন্যা দেহ বিভা।।৫৮৩
রাজা বলে সিন্ধুমাঝে যদি দেখি পুরী।
হারিব আপন রাজ্য আপন কুমারী।।৫৮৪
এইত করিয়া পণ দুই মহাশয়।
দুহারে লিখিয়া দুহে দিলেক নিশ্চয়।।৫৮৫
কোটাল আনিয়া রাজা ততক্ষণে কয়।
তরণী ত্বরায় কর যাব রাজদয়।।৫৮৬
নৃপতির অঙ্গীকারে কোটাল তুরিতে।
সাজিল পদাতি কত সৈন্য সাথে সাথে।।৫৮৭
শত দাঁড় কোষায় বসিল নরপতি।
হেমসিংহাসন মাঝে শিরে রত্নছাতি।।৫৮৮
পাত্রমিত্র বসিল ভূদেব বুধজাল।
অনেক অনিক লইয়া চলিল কোটাল।।৫৮৯
সদাগর চলিল লইয়া কর্ণধার।
পবন জিনিয়া তরী কৈল আগুসার।।৫৯০
রতনের খুঙ্গি কতো নৌকার উপর।
ঝকমক অভেদ দর্পণ সুধাকর।।৫৯১
বিজয় বাতাসে উড়ে শ্বেত পীত বানা।
উপনীত রাজদহে নৃপতির সেনা।।৫৯২
চারিদিক নিরীক্ষণ করে নররায়।
জলবিনে আর কিছু দেখিতে না পায়।।৫৯৩
রাজা বলে কহ পুষ্পদত্ত সদাগর।
কোথায় দেখিলে পুরী অতি মনোহর।।৫৯৪

সদাগর বলে যদি না দেখ দেখিয়া।
দেখ দেখ যতো বলি মরিব ডাকিয়া।।৫৯৫
তুরঙ্গ পাটনে ছত্র ধরিব এখন।
প্রমাণ দনুজরিপু দিয়াছ লিখন।।৫৯৬
রাজা বলে নয়নগোচর মোর নয়।
তৃণগাছ না দেখি গভীর জলময়।।৫৯৭
আমার যতেক লোক মিছা বলে যদি।
তোমার লোকের তরে মানিনু ইসাদি।।৫৯৮
কহ কহ কর্ণধার নিশ্চয় বচন।
অকুল সমুদ্র তুমি দেখহ কেমন।।৫৯৯
সাধু বলে অন্ধ নহে আমার কাণ্ডারী।
বলিবে এখন সাগরের মাঝে পুরী।।৬০০
কর্ণধার বলে রাজা সত্য কথা কই।
জল বিনে আর কিছু দেখিতে না পাই।।৬০১
আসিবার কালে সাধু কহিল আমারে
ইসাদী হইও সভে কহিব রাজারে।।৬০২
এখন না দেখি কিছু তখন না দেখি।
শুনিয়া সুরথ রাজা পরম কৌতুকী।।৬০৩
কোটালেরে আদেশ করিল মহারাজে।
সাধুরে বাঁধিয়া রাখ কারাগার মাঝে।।৬০৪
সংহার করিঅ কালি দক্ষিণ মশানে।
সপ্তখানি ডিঙ্গা লুটি লহ এইখানে।।৬০৫
এতেক বলিয়া (তবে) ধরাপতিধর।
তরী পরিহরি করি চড়ি গেলা ঘর।।৬০৬
কোটাল বিকট বড় রাজার আদেশে।
বাঁধিল সাধুর সুতা বিপরীত পাশে।।৬০৭
দুই হাথ বাঁধিল বিষম দিয়া ডোর।
লাগালি পাইল যেন প্রমাদিয়া চোর।।৬০৮
কাঁকালি বাধিয়া কাছি কতো বেড় দিল।
রত্ন অলঙ্কার যতো কাড়িয়া লইল।।৬০৯
রায়ের চরণ চারু অরবিন্দ ভাবি।
রচিল পাচালি ছন্দ কৃষ্ণরাম কবি।।৬১০

৩৩

কর্ণধার সহিত করিয়া কোলাকুলি।
কাতরে কহেন সাধু করি পুটাঞ্জলি।।৬১১
নিবেদন করি শুন অশেষ বিশেষ।
এথায় নাহিক কাজ যাহ নিজ দেশ।।৬১২
খণ্ডন না যায় কভু বিধির লিখন।
পাটনে আসিয়া মোর হইল মরণ।।৬১৩
তোমার সমান বন্ধু নাহিক আমার।
দেশে গিয়া জানাও মরণ সমাচার।।৬১৪
মরণে নাহিক দুঃখ নাহি তাহে তাপ।
জনম অবধি আমি না দেখিয়া বাপ।।৬১৫
জনম দুঃখিনী মোর সুশীলা জননী।
অবিরত মনস্তাপ দিবস রজনী।।৬১৬
আর না যাইব আমি বরদানগর।
আর না দেখিব মদন নৃপবর।।৬১৭
পিরীতের কার্য্য কর যাও নিজ দেশ।
বুঝাইয়া জননীকে কহিবা বিশেষ।।৬১৮
কর্ণধার বলে আমি দেশে না যাইব।
তোমার মরণে সত্য প্রাণ না রাখিব।।৬১৯
আসিবার কালে সাধু তোমার জননী।
হাথে হাথে সঁপিয়া দিলেন মোরে আনি।।৬২০
কেমনে এমুখ গিয়া দেখাইব দেশে।
তোমার মরণ কব কেমন সাহসে।।৬২১
তখন করিনু মানা না শুনিলে কানে।
অসম্ভব ভারতী কহিলে রাজার স্থানে।।৬২২
আপনার দোষে ভাই এতেক প্রমাদ।
ভালমন্দ যতো কিছু বিধাতার হাথ।।৬২৩
সাগরের মাঝে কেন ডিঙ্গা না ডুবিল।
এমনি কর্ম্মের ফল ডাঙ্গায় ডুবিল।।৬২৪
কহিতে না দেয় কথা দারুণ কোটাল।
সাধুরে লইয়া গেল ঘোর কারাগার।।৬২৫

দেখিয়া সেইত স্থান সাধু করে ভয়।
মনে করে সশরীরে আইনু যমালয়।।৬২৬
হাজার হাজার লোক দিয়াছে শূলে।
কাটিয়া বিকট কতো ফেলিয়াছে খালে।।৬২৭
হুড়াহুড়ি মাংস খায় শিয়াল কুকুর।
ঝাকে ঝাকে শকুনি গৃধিনী প্রচুর।।৬২৮
সাধুরে বাঁধিয়া রাখে তাহার ভিতরে।
বুকেতে তুলিয়া দিল বিষম প্রাথারে।।৬২৯
কাতর হইয়া বলে সাধুর নন্দন।
রায়ের ভাবিয়া মনে করয়ে স্তবন।।৬৩০
চৌত্রিশ অক্ষরে তাহা বিস্তারিয়া বলি।
কৃষ্ণরাম বিরচিল মধুর পাঁচালি।।৬৩১

৩৪

করজোড়ে কহি কৃপা কর কল্পতরু।
কাতর হইল কলেবর কাঁপে উরু।।৬৩২
খগেন্দ্রাসনের গুণাশয় সুশোভন।
খলগর্ব্ব খর্ব্ব করি রাখয় জীবন।।৬৩৩
গুণের সাগর তুমি সর্ব্বলোকে ঘোষে।
গণ্ডগোল করিলে আনিয়া দূরদেশে।।৬৩৪
ঘরে একা জননী বিদেশে পুত্রপতি।
কাটিবে কোটাল ঝাট কর অব্যাহতি।।৬৩৫
উদ্ধারিয়া আনিলে বিষম সিন্ধুজল।
উদকসমুদ্রে কেন নাহি দেও স্থল।।৬৩৬
চলন চরিত্র চণ্ড নৃপতি দারুণ।
চন্দ্রহাস হানিয়া কোটাল করে খুন।।৬৩৭
ছলনা দেখিনু মায়া তোমার সকল।
ছলে প্রাণ ধন যায় এতো অমঙ্গল।।৬৩৮
জগতে জন্মিয়া দুঃখ যতেক আমার।
যে বুঝি বলিতে নারে চারি মুখ যার।।৬৩৯
ঝাকে ঝাকে গৃধিনী উড়য় মাংস আশে।
ঝাকিয়া খড়গ ঝাট কোটালিয়া আইসে।।৬৪০

ইন্দুনিন্দ বদন মদন জিনি রূপ।
ইঙ্গিতে উদ্ধার কর দক্ষিণের ভূপ।।৬৪১
টানিয়া আনিলে মোরে টনক বন্ধনে।
টুটিকে দুখান করি রাখহ জীবনে।।৬৪২
ঠটীয়া ঠগর বদ্ধ কোটাল দারুণ।
ঠায় নিপাতিবে মোরে বড় নিদারুণ।।৬৪৩
ডাকিয়া ডাকিয়া বলি গদগদ স্বরে।
ডুবিল তরাসে সিন্ধু স্থান দিও মোরে।।৬৪৪
টঙ্গ কোটাল অঙ্গ হেরি ভয় লাগে।
ঢাল অসি ধরে রুষি ধায় মোর আগে।।৬৪৫
আনাইয়া বিদেশে কেন বধ কর দাস।
আননে তরাসে মোর নাহি সরে ভাষ।।৬৪৬
তপ্ত তাঁবার হাড়ি কোটালের মুখ।
তরতরি তরাসে সঘনে কাঁপে বুক।।৬৪৭
থানে থাকি কানে শুন দক্ষিণের রায়।
স্থান দেহ চরণে সহজে মহাশয়।।৬৪৮
দুর্গত দাসের দোষে রোষ অনুচিত।
দুঃখিত দেখিয়া দয়া করিতে উচিত।।৬৪৯
ধনজন হারা হইল সবে আছে প্রাণ।
ধিয়াই তোমার পদ কর পরিত্রাণ।।৬৫০
নমনম লীলাবতী পতি মহাশয়।
নিবারণ করহ বড়ই পাই ভয়।।৬৫১
পরম পুরুষ তোমা পরতেক জানি।
পরমাদে রাখ দাসসুতের পরানি।।৬৫২
ফণিবর জিনি ভূজ তুমি সে ঠাকুর।
ফাফর হইলাম বড় ভয় কর দূর।।৬৫৩
বয়সে না দেখি বাপ বসতি বিদেশ।
বিঘ্ন বিনাশন প্রভু হও কৃপালেশ।।৬৫৪
ভরিয়া আইলাম ভরা ভবন হইতে।
ভরসা তোমার পদ ভাবিতে ভাবিতে।।৬৫৫
মমতা না কর যদি দক্ষিণের রায়।
মরিলে মহিমা আর রহিবে কোথায়।।৬৫৬

জন্মে না জনক জানি তুমি তেজবান।
যশেব পীযুষ তুমি কর পরিত্রাণ।।৬৫৭
রহুক মহিমা ক্ষিতি রাখ নিজ দাস।
রাজারে সুমতি দেও শুন স্তুতি ভাষ।।৬৫৮
দ্রুতগতি যদি প্রাণ না রাখ আমার।
লইব শরণ নর কে আর তোমার।।৬৫৯
বাপ আমি না দেখিনু না সেবিনু তোমা।
বিমুখ হইয়া কর অপরাধ ক্ষমা।।৬৬০
স্বপনে কহিলে শুভ হইবেক সকল।
শরণাগতের দুঃখ হর অমঙ্গল।।৬৬১
ষড়ানন সমান বিক্রম মহাশয়।
ষড়ঙ্গে পূজিব দেশে যদি দয়া হয়।।৬৬২
সুশীলার তনয়ে তোমার দাস হই।
সুন্দর চরণ ছায়া অবিরত চাই ।।৬৬৩
হইল কাতর বড় আর নাহি গতি।
হও মোরে সদয় দক্ষিণদেশপতি।।৬৬৪
ক্ষিতিতলে কলিকাতা জাহ্নবীর কুলে।
ক্ষীণ কৃষ্ণরাম বলে রায়পদতলে।।৬৬৫

৩৫

সাধু সুতা কাটা যায় ধিয়ানে দানিলেন রায়
জিজ্ঞাসিল পঞ্চপাত্র প্রতি।
সঙ্কটে পড়িয়া মরে আমার স্মরণ করে
কি করিব বলনা যুকতি।।৬৬৬
বলে লীলাবতী সতী শুন শুন প্রাণপতি
বিপরীত করম তোমার।
সুশীলা কিশোরী কন্যা সর্ব্বগুণময়া ধন্যা
তুয়া বিনে গতি নাই আর।।৬৬৭
চিরদিন তব দাসী কি করিল ভালবাসি
স্বামী বন্দী দ্বাদশ বৎসর।
যদিবা হইল সুত রূপেগুণে অদ্ভুত
তাহারে আনিলা দেশান্তর।।৬৬৮
পুরাও মনের আশ সঙ্কটে রাখহ দাস
বিপাকে পড়িয়া কাটা যায়।

কি লাগি না হয় দুখ কেমন তুলিবে মুখ
লাজ পাবে দেবতা সভায়।।৬৬৯
দয়ামায়া কিছু নাই কুলিশ সমান তাই
হেন বুঝি তোমার হৃদয়।
শরণ লইবে কেবা কে আর করিবে সেবা
যদি মরে সাধুর তনয়।।৬৭০
শুনিয়া কুপিল রায় সে দিন কুনিল গায়
ডাকিয়া আনিল বাঘগণ।
যে রূপে যথায় ছিল কাছে আসি উত্তরিল
ঘোর নাদে পূরিল গগন।।৬৭১
লোহাজঙ্গ রূপ রায় বেলাকি সহিত ধায়
ঠাঞী ঠাঞী যতো ক্ষেত্রপাল।।৬৭২
দক্ষিণদেশের পতি আদেশিল শিঘ্রগতি
যাহ যাহ তুরঙ্গ পাটনে।।
সদাগর কর্ণধার এ দুই প্রত্যেক আর
বধ করো প্রাণী যতো জনে।।৬৭৩
শুনিয়া ত সবে ধায় পবন জিনিয়া যায়
তুরঙ্গ পাটনে উপনীত।
বরোলা ভীমরুল ঘন করে ভন ভন
গরজে যাহার যেই রীত।।৬৭৪
সাধু রক্ষা এই কার্য্য বাঘেতে বেড়িল রাজ্য
কোটালের দেখে লাগে ভয়।
আছিল সতেক সেনা একচাপে দিল হানা
সঘনে ছাড়অ গুলিচয়।।৬৭৫
ধানুকী ধাইল রাগে ঢালি রায়বাঁশ্যা লাগে
লাখে লাখে কোটালের সেনা।
গোলন্দাজ যতো ছিল কামানে আগুন দিল
বাজে কত বিবিধ বাজনা।।৬৭৬
দানব দূরন্ত বাঘে মানুষ দেখিয়া রাগে
ফুলসে গরজে অতিশয়।
কৃষ্ণরাম বিরচিত কোটালের সমুচিত
ত্বরিতে হইলে ভালো হয়।।৬৭৭

৩৬

রোষে বাঘ লাকেশ্বরী ধাইল বিক্রম করি
মানুষ সেনার মাঝখানে।
হাতির উপর চড়ে কামড় মারিয়া ঘাড়ে
ফুলুস আবশে বড় রণে।।৬৭৮
রায় অঙ্গীকারে কোপে।
বজ্রদন্ত বাঘ বেগে কোটাল ধরিয়া রাগে
টানিয়া উপড়ে দাড়িগোঁপে।।৬৭৯
লোহাজঙ্গ ধায় রাগে কোটালের মাথাভাগে
দোহতিয়া মারিল মুদগার।
কেহ গিয়া গাছে উঠে লাকেশ্বরী বাঘ রুষে
পড়ে তার ঘাড়ের উপর।।৬৮০
প্রতাপ বলিব কিয়া ঘাড় ভাঙ্গে রক্ত পিয়া
একে একে বসিল সকল।
সাধু কর্ণধার বই মশানে জনেক নাই
তুরঙ্গ পাটনে অমঙ্গল।।৬৮১
সমুখে যবন পাড়া বাঘে গিয়া দিল দাড়া
সেখ সৈয়দ কাজি মোল্লা।
মাথায় নাহিক চুল কামড়ায় ভিমরুল
মৌপোক অগনন বল্লা।।৬৮২
হইল বড় পরমাদ শিরে বুলাইল হাথ
বিসমিল্ল করে ছাড়ে ডাক।
ভৃতগণে খায় খানা অবস্থা করিল নানা
ঘাড়ের উপরে পড়ে বাঘ।।৬৮৩
বিড়াল কুকুর ধরি বাহির করিয়া ভুড়ি
ছাগল ধরিয়া দেয় গালে।
ছুটিয়া বেড়ায় ষাঁড় বাঘে তার ভাঙ্গে ঘাড়
তাহা সব বধে অবহেলে।।৬৮৪
দোকানে দেকানিগণ বেচেকেনে নানাধন
এতজাতি না রাখিল তার।
তেলিমালি বৈশ্য তাঁতি বধিল ছত্রিশ জাতি
দিবসে পড়িল মহামার।।৬৮৫

কেহ পালাইয়া বেগে সুরথ রাজার আগে
কাঁদিতে কাঁদিতে কহে বাণী।
বেতাল দানব ভূতো বাঘএর আরম্ভ যতো
চারিদিকে মৌপোক ভিমরুলি।।৬৮৬
কোটাল মারিয়া ঠায় সাধুরে নাহিক খায়
প্রাণী নাহি তুরঙ্গ পাটনে।
তেজিয়াত এই পুর পালাইয়া যাহ দূর
এমনি আমার লয় মনে।।৬৮৭
শুনি নরপতি রাগে সাজ সাজ ঘন ডাকে
রথে চড়ে লইয়া কামান।
মুরজ মাদল রোল জগঝম্প বাজে ঢোল
ভেরী বাজে সমর সমান।।৬৮৮
লইয়া যে পরবল সাজিল তুরঙ্গদল
দামামা বাজায় রণ কাড়া।
কৃষ্ণরাম সুরচনে ভূপতি সাজিল রণে
চৌদিক পড়িয়া গেলো সাড়া।।৬৮৯

৩৭

সাজি চলে অনেক পাইক চতুরঙ্গ।
শিরে টোপ সোয়ার জামায় ঢাকা অঙ্গ।।৬৯০
উত্তরিল মশানে সুরথ নররায়।
দেখিল দারুণ বাঘ গণন না যায়।।৬৯১
মার মার করে রাজা আপন প্রতাপে।
রুষিয়া ধাইল সেনাগণ একচাপে।।৬৯২
আকাশ ঢাকিয়া রহে বরোলা ভিমরুল।
কামড়ে রাজার সেনা সকল আকুল।।৬৯৩
ঝাপ দিয়া পড়ে জলে বিষম জ্বালায়।
সোয়ার সহিত ঘোড়া কুঞ্জর পলায়।।৬৯৪
গোলন্দাজগণ যতো উপায় নিপুণ।
কামানে ভরিয়া দারু দিলেক আগুন।।৬৯৫
মৌচাক ভিমরুল বল্লার পোড়া যায় পাক।
মৃত্যুকল্প হইয়া ক্ষিতি পড়ে লাখলাখ।।৬৯৬

এখন রাজার সেনা সব কুতহলে।।
বাঘের উপর হানে মুদগর মুসলে।।৬৯৭
রুষিল দারুণ বাঘ লইয়া মুদগর।
মশানে প্রবেশ করে বড় ভয়ঙ্কর।।৬৯৮
দোহাতিয়া মুদগর হেলায় মারে তুলি।
পড়ে বাঘ লাকেশ্বরী ভাঙ্গিয়া কাঁকালি।।৬৯৯
সোয়ার সহিত ঘোড়া করে চুরমার।
করের আঘাতে বধে অনেক সোয়ার।।৭০০
দেখিয়া সেনায় ভঙ্গ নৃপতির দুখ।
এড়িয়া দিলেক বাণ নাম সিংহমুখ।।৭০১
মহাবেগে চলে বাণ আনল উথলে।
হাজার হাজার বধে দানব সকলে।।৭০২
(পলায় দানব সব) মুদগর লইয়া কাঁধে।
বিষম বাণের শব্দে বুক নাহি বাঁধে।।৭০৩
দানবের ভঙ্গ দেখি রোষে যত বাঘ।
আলুম আলুম ছাড়ে বিপরীত ডাক।।৭০৪
দেখিয়া বাঘের ভঙ্গ (যতেক) ধানুকী।
সন্ধান করিয়া হানে সমর কৌতুকী।।৭০৫
তাহা সব মারিয়া পাড়ে বাঘ গজস্কন্ধ।
গায়ে অস্ত্র নাহ ফুটে বড়ই দুরন্ত।।৭০৬
চলিল মাতাল হস্তী নানান প্রকারে।
সোয়ার সাধু না কাটে খরতলয়ারে।।৭০৭
এরাকী ঘোড়ার কাছে বাঘ কিবা করে।
শুণ্ডে জড়াইয়া কতো তুলিয়া আছাড়ে।।৭০৮
এরাকী ঘোড়ার কাছে কিবা করে বাঘ।
বড়াইলে সোয়ার না পায় যার লাগ।।৭০৯
রূপচাঁদ দুই বাঘ দেখিয়া কুপিল।
নৃপতি মারিয়া গুড়ি পড়িয়া রহিল।।৭১০
বড়াইলে সোয়ার লাফিয়া পড়ে ঘাড়ে।
এমন প্রকারে বধে আঁচড় কামড়ে।।৭১১
ঢালি রায়বাঁশ্যা সব মারিল সভায়।
সুনিত নদীর মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়।।৭১২

রায়ের চরণ চারু অরবিন্দ ভাবি।
রচিল পাচালি ছন্দ কৃষ্ণরাম কবি।।৭১৩

৩৮

দেখিয়া কুপিল সুরথ নৃপবর।
একেবারে দিল এড়ি তিনশত শর।।৭১৪
আকাশ ছাড়িয়া বাণ চলে অবিলম্ব।
দেখিয়া পলায় ডরে সার্দূল কদম্ব।।৭১৫
পালে পালে পলায় না হয় স্থির।
হান হান ডাকে রাজা সঘনে গভীর।।৭১৬
দেখিয়া বাঘের ভঙ্গ রায় ক্রোধ করি।
পুনঃ পাঠাইল রণে দিয়া টিটকারি।।৭১৭
রূপচাঁদ দুই বাঘ দুর্জয় প্রতাপ।
রথের উপরে ওঠে দিয়া এক লাফ।।৭১৮
আট ঘোড়া বধ করে মারিল সারথি।
কৃপিল সুরথ রাজা হইল বেরথি।।৭১৯
এড়িয়া দিলেক বাণ নাম মহাকাল।
রূপচাঁদা দুই বাঘ পড়িল তৎকাল।।৭২০
পড়িল প্রধান বাঘ রোষে লাকেশ্বরী।
অবিলম্বে রথে চড়ে মহাদর্প করি।।৭২১
রাজার হাতের ধনুক লইল কাড়িয়া।
গায় আঁচড়িল রক্ত পড়িছে বহিয়া।।৭২২
মুদগর তুলিয়া মারে রাজা গুনশালী।
পড়ে বাঘ লাকেশ্বরী ভাঙ্গিয়া কাঁকালি।।৭২৩
মামুদা কুমুদা সুধা যতেক শার্দূল।
উভরড়ে পালাইআ গেলো বহুদূর।।৭২৪
কৃপিল দক্ষিণরায় পরাজয় মানি।
সমর কারণ রথে চাপিল আপনি।।৭২৫
করে শরাসন নিলে সাথে পঞ্চপাত্র।
উত্তরিল মশানে মাথায় দিব্য ছত্র।।৭২৬
রাজা বলে কে তুমি করহ পরিচয়।
কি লাগিয়া তোমার রথ মোর সঙ্গে হয়।।৭২৭

কহিতে লাগিল রায় নিজ সমাচার।
এইত আঠারোভাটী আমল আমার।।৭২৮
না কর ভকতি পূজা কাট মোর দাস।
এই অনুরাগেতে করিব সর্ব্বনাশ।।৭২৯
রাজা বলে তোমার গোসাঞী পালা বুঝি।
তিন লোক দেখুক খানিক চল জুঝি।।৭৩০
গালাগালি বোলাবুলি বাজিল সমরে।
কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল।।*৭৩১

* অতঃপর লেখকের উক্তি — মশান বেড়া'

৩৯

কূপিল দক্ষিণদেশপতি গুণবান।
বাচিয়া বাচিয়া মারে লাখে লাখে বাণ।।৭৩২
রাজার টোপর কাটে আর কাটে ছড়া।
বিরথি সুরথরাজা রথ নেড়ামুড়া।।৭৩৩
এড়িয়া দিলেক বাণ নাম হরিতানি।
উগরে গরল ঘন পরিসর ফণী।।৭৩৪
কাটিয়া ফেলিল রায়ের হাথের ধনুক।
পুনরপি বাণ এড়ে পরম কৌতুক।।৭৩৫
পঞ্চপাত্র বিধিয়া করিল জরজর।
জ্বলিল বিষম ক্রোধে দক্ষিণ ঈশ্বর।।৭৩৬
মুদগর তুলিয়া নিল গুরুতর ভার।
বাহুশালী বৈসে তাহে যম অধিকার।।৭৩৭
চৌদিকে ঘাঘর বাজে বেগে যায় চলি।
দেখিয়া না করে ভয় রাজা মহাবলী।।৭৩৮
কর্ণমূলে তুলিয়া ধনু পাশবাণ এড়ে।
দুখান করিয়া সেই মুদগর কাটি পাড়ে।।৭৩৯
দক্ষিণেশ অতি রোষ ইহাত দেখিয়া।
এড়িল ঐশিক বাণ মহেশ ভাবিয়া।।৭৪০
অচ্যুত শিবের অস্ত্র মহাবেগে যায়।
দেখিয়া সুরথরাজা হৃদয় ডরায়।।৭৪১

কাটিতে লাগিল বাণ বুকে গিয়া লাগে।
পড়িল নৃপতি ক্ষিতি আলিঙ্গন মাগে।।৭৪২
জয় জয় শব্দ সকল বাঘ করে।
পাঠাইয়া দিলেন রণে তাহা সবাকারে।।৭৪৩
জিয়াইল মরাবাঘ মন্ত্রের কারণ।
নিজস্থানে গেলা তবে লইয়া পাত্রগণ।।৭৪৪
কিসনরামের গাথা বড় অপরূপ।
পড়িল সমর মাঝে প্রচণ্ড ভূপ।।৭৪৫

৪০

রণে পড়েন রায় রাণী সমাচার পায়
সখী সঙ্গে হইল বাহির।
কি হইল কি হইল বলি ধাইল আউদড় চুলি
নয়ন যুগলে পড়ে নীর।।৭৪৬
কাঁদিতে কাঁদিতে যায় রাণী।
যথায় হইল বধ দেখিল রুধিব নদ
শিরে পড়ে করাঘাত হানি।।৭৪৭
কোন দেবের সনে বাদ এতকোন পরমাদ
পতির চরণ ধরি বলে।
তোমা বিনে অনাথিনী কহে আমি একাকিনী
এই ছিলো আমার কপালে।।৭৪৮
অন্তরিক্ষ রথে থাকি রাণীতে বলেন ডাকি
দক্ষিণ ঈশ্বর মহাশয়।
আমি দক্ষিণের রাজা না কর আমার পূজা
কাট মোর দাসীর তনয়।।৭৪৯
অকারণে কাঁদ কেন সত্য আগে কর হেন
সাধুরে তনয়া দিবে দান।
করিয়া আমার রূপ পূজা যদি করে ভূপ
তবে পুন পাইবেক পরাণ।।৭৫০
শুনি রাণী বলে বাণী যতনে জুড়িয়া পাণি
সাধু মোর তনয়ার পতি।
শক্তি অনুরূপ পূজা তোমার করিবেন রাজা
জিয়াইয়া দেহ মোর পতি।।৭৫১

রাণীর করুণ ভাষে উরিল তুরঙ্গ দেশে
অমৃত কুম্ভের লইয়া জল।
পড়িল যতেক জীব সবার হইল শিব
জিয়াইল ভকতবৎসল।।৭৫২
সৈন্যগণ জিয়া শেষে নরপতি পূর্ব্ব রোষে
উঠিয়া বসিল ততক্ষণে।
সমরে পড়িয়াছিল কোনজন জিয়াইল
বিস্ময় হইল বড় মনে।।৭৫৩
রাণী বলে মহারাজে পড়িলে সমর মাঝে
দক্ষিণরায়ের সনে বাদ।
জিয়াইয়া দিল পুন আমার বচন শুন
পূজিলে পাইবা প্রসাদ।।৭৫৪
এই সাধু তাঁর দাস লইয়া আপন বাস
কণ্যারত্নাবলী দেহ বিভা
বুঝাইয়া বলে রাণী এইত আমার বাণী।
অন্যমত না ভাবিহ ইহা।।৭৫৫
রায় বলে সদাগর ঘুচাইল দুঃখ ডর
এড়াইলে সুশীলার দায়।
বাপ তোর বন্দী ঘরে উদ্ধার করিয়া তারে
দেশে যাও চলিয়া ত্বরায়।।৭৫৬
ধরিরা সাধুর হাথ লইয়া মনুজনাথ
জামাতা বলিয়া সম্ভাষিল।
আপন গলার হার মূল্য নাহিক যার
সেইক্ষণে সদাগরে দিল।।৭৫৭
নিমিতে গ্রামেতে বাস নাম ভগবতি দাস
কায়েস্ত কুলেতে উৎপতি।
হইয়া যে একচিত রচিল রায়ের গীত
কৃষ্ণরাম তাহার সন্ততি।।৭৫৮

৪১

সভা করি বসিল লইয়া বুধগণ।
বিধুদেব সভা যেন বলে সর্ব্বজন।।৭৫৯
রাজা বলে পুরোহিত ঝাট কর দিন।
তনয়া বিবাহ দিব বিলম্ববিহীন।।৭৬০
নৃপতির আরতি সুমতি দ্বিজবর।
গণিল উত্তম দিন বড় কুতূহল।।৭৬১
হেনকালে সাধু বলে রাজা বিদ্যামান।
তবে সে করিব বিভা দেহ একখান।।৭৬২
বন্দিয়াল আছে যতো কারাগার মাঝে।
আমারে সকল তাহা দেহ মহারাজে।।৭৬৩
রাজা বলে সকল দিলাম এইক্ষণে।
খালাস করহ কিবা যাহা লয় মনে।।৭৬৪
কোটাল আনিয়া রাজা বলে ততক্ষণে।
জামাতা লইয়া যাহ বন্দিয়াল ভুবনে।।৭৬৫
তসলীম করিয়া কোটাল কুতূহলী।
ঠাকুর জামাই চল বলে পুটাঞ্জলি।।৭৬৬
রঙ্গিম খড়ম পায় যায় সদাগর।
অবিলম্বে উত্তরিল যথা বন্দীঘর।।৭৬৭
সাধু বলে বন্দিয়াল একে একে আন।
নমস্কার আমার না করে কেহ যেন।।৭৬৮
চোরছিনার আর যতো বন্দী ছিল।
সাধুর হুকুমে তাহা সকল আনিল।।৭৬৯
একে একে সর্ব্বজন দিল পরিচয়।
যে জাতি যথায় ঘর যাহার তনয়।।৭৭০
তাহা সবাকারে দিয়া বস্ত্র অলঙ্কার।
বিদায় করিল দেবদত্তের কুমার।।৭৭১
বিষাদে রোদন করে বসিয়া ধরণী।
এত দুঃখেতে না দেখিনু বাপগুণমণি।।৭৭২
দেশে না যাইব আর না করিব বিভা।
ধন জন (দারা সুত) প্রয়োজন কিবা।।৭৭৩
হইল আকাশবাণী শুন সদাগরে।

লুকাইয়া রহে সাধু এই কারাগারে।।৭৭৪
হইল কৌতুকী বড় শুনি দৈববাণী।
ঘরের ভিতর গিয়া সাভায় আপুনি।।৭৭৫
কারাগার অতি ঘোর দিবসে আঁধার।
যতনে তবাস করে সাধুর কুমার।।৭৭৬
ধুকুড়ির চট গিয়া কোটাল তুলিল।
পাইল পাইল বলি চুলেতে ধরিল।।৭৭৭
বাহির করিল লইয়া অনাদরে অতি।
রড়ে রড়ে থরথর করে সাধু মহামতি।।৭৭৮
নাহিক শরীরে মাংস অস্থিচর্ম সার।
দাড়িচুল নখ যেন ভল্লুক আকার।।৭৭৯
সাধুর নিকটে রহে জোড় করি পাণি।
নমস্কার করিতে নিষেধ আছে জানি।।৭৮০
কি নাম তোমার সাধুতনয়া জিজ্ঞাসে।
কি লাগিয়া বন্দী আছো ঘর কোন দেশে।।৭৮১
এক নারী এক পুত্র কি জাতি আপনি।
মনে না করিহ ভয়ে কহ দড় বাণী।।৭৮২
তোমার রাজ্যের পতি কহ কোন রাজা।
খালাস করিয়া দিব যদি কহ সাচা।।৭৮৩
শুনিয়া মধুর বাণী বলে দেবদত্ত।
বলে কৃষ্ণরাম কবি একের মহত্ত্ব।।৭৮৪

৪২

নিবাস আমার রাজ্য বরদানগর।
তাহাতে পূজিত রাজা মদন নৃপবর।।৭৮৫
গন্ধবণিককূলে আমার উৎপতি।
দেবদত্ত নাম মোর শুন মহামতি।।৭৮৬
পঞ্চমমাস গর্ভবতী শুনিয়া যখন।
রাজ অঙ্গীকারে এথা আমার গমন।।৭৮৭
রাজদহে দেখিনু বড়ই অপরূপ।
তথায় কিছুই গিয়া না দেখিল ভূপ।।৭৮৮
সেইক্ষণে সপ্ত ডিঙ্গা লুটিয়া লইল।

দক্ষিণ মশানে মোরে (কোটালে) বাধিল।।৭৮৯
হেন জন নাহি মোর উদ্ধার না করে।
বিধাতা বিমুখ আর কি বলিব কারে।।৭৯০
পরিচয় পাইয়া পুষ্পদত্ত সদাগর।
জানিল জনক বটে গুণের সাগর।।৭৯১
আকাশের শশী যেন করেতে পাইল।
শুখাইল তরু যেন মন্ত্রেতে সৃজিল।।৭৯২
কাটাইল নখদাড়ি আনিয়া গ্রামিনি।
বস্ত্র দিল বিচিত্র পরিতে একখানি।।৭৯৩
তৈল মাখাইআ তোলে শরীরের মলা।
মুক্ত করিল কেশ আনিয়া আমলা।।৭৯৪
মাখাইল নারায়ণ তৈল একবাটি।
কর্পূর বাসিত জলে স্নান পরিপাটি।।৭৯৫
মধুর সন্দেশ ক্ষীর করাইল পান।
হেন বুদ্ধি সদয় হইল ভগবান।।৭৯৬
দেবদত্ত মনে করে কাটিবে এখনি।
সাধুর নিকটে রহে করি জোড়পাণি।।৭৯৭
সকল বন্দীর তরে খালাস করিলে।
অভাগ্যের তরে কেন যতনে রাখিলে।।৭৯৮
শুনিয়া বাপের কথা নয়ন সজল।
পুষ্পদত্ত সাধু বলে জোড় করি কর।।৭৯৯
সুশীলা জননী মোর তুমি জন্মাদাতা।
পুষ্পদত্ত নাম মোর শুন সত্যকথা।।৮০০
সাধু বলে কেন হেন বল মহাশয়।
রাজার জামাই তুমি রাজার তনয়।।৮০১
অধম দেখিয়া কেন কর উপহাস।
কৃষ্ণরাম বিরচিল সঙ্গতি রসভাষ।।৮০২

৪৩

বলে সাধু মহামতি কাতর হইয়া অতি
অবধান কর নৃপমণি।
ইতে বড় পাই ভয় শুন শুন মহাশয়
আমারে জনক বল কেনি।।৮০৩

বসন তিতে নেত্র জলে করপুটে সাধু বলে
সত্য আমি তোমার তনয়।
পঞ্চমাল গর্ভে আমি পাটনে আইলা তুমি
অবধান কর মহাশয়।।৮০৪
লোকধর্ম্ম ভয় মানি সুশীলা রমণী মানি
নিবেদিনু গর্ভ সমাচার।
দ্বিজগণে জানাইল লিখন করিয়া নিল
তুলাতে অক্ষর আপনার।।৮০৫
মন বড় উতরোল নিবেদিয়া এই বল
লিখন বাপের হাতে দিল।
আপন অক্ষর দেখি হইল পরম সুখী
নেত্রজলে বসন তিতিল।।৮০৬
পুত্রবটে জানিল নিশ্চয়।
চাপিয়া ধরিল কোলে গদগদ স্বরে বলে
আজি মোর বিধাতা সদয়।।৮০৭
আমি বড় ভাগ্যবান ইহাতে নাহিক আন
তুমি হেন তনয় যাহার।
অকূল সমুদ্রতরি আইলে কেমন করি
কর শুনি শুভ সমাচার।।৮০৮
মদন জিনিয়া বিধু বলে পুষ্পদত্ত সাধু
অবধান কর মহাশয়।
নৃপতির অনুমতি পাটনে করিলে গতি
বহুদিন না গেলে আলয়।।৮০৯
মনস্তাপ তোমা বিনে সুখ নাহি রাত্র দিনে
পুরী মধ্যে সকল বিকল।
জননী সতাই মোর তোমার চরণ জোড়
বিনে সদা নয়ন সজল।।৮১০
তোমার যতেক কথা বসিয়া কহেন মাতা
তোমার সকল সমাচার।
কৃষ্ণরাম সুবচন পিতাপুত্রে দরশন
দূর দুঃখ আনন্দ অপার।।৮১১

৪৪

যেনমতে পিতাপুত্রে হইলা একেত্তর।
কোটাল কহিল গিয়া রাজার গোচর।।৮১২
হেনকালে দেবদত্ত সাধু হৃষ্ট মনে।
উপনীত হইল গিয়া নৃপতির স্থানে।।৮১৩
বেহাই জামাই দেখি নরপতি উঠে।
আস্তেবেস্তে গিয়া তবে বসায় নিকটে।।৮১৪
রাজা বলে বহুদিন আছিলা দুঃখিত।
আমার নহেক দোষ ললাটে লিখিত।।৮১৫
যত দুঃখ পাইলে আমায়ে কর দান।
মাগিয়া লইনু তাহা শুন গুণবান।।৮১৬
শুনি সদাগর বলে শুন মহাশয়।
সেবকের ঠাঞী কি প্রভুত্ব অবিনয়।।৮১৭
সাধুর কৌতুকে ভাষে দেখিয়া রাজন।
জামাতারে পরিহাস করেন এখন।।৮১৮
হাজার হাজার বন্দী ছিল কারাগারে।
কেমনে চিনিলে তুমি বাপ কর কারে।।৮১৯
বাপ হারাইয়া কিবা কাহারে আনিলে।
জনমে না দেখ বাপ কেমনে চিনিলে।।৮২০
পুষ্পদত্ত হাসিয়া বলেন শুন মহাশয়।
কমলে বেড়িয়া থাকে কুমুদ সঞ্চয়।।৮২১
নিবেদন করি রাজা তোমার সাক্ষাতে।
চাঁদ কিনা চেনা যায় তারাগণ সাথে।।৮২২
বাসাবাড়ি পাঠাইল বেহাই জামাই।
কাচের সহিত নাকি সুবর্ণ বিনায়।
হাসিয়া কোলেতে রাজা নিলা জামাতায়।।৮২৩
বাসাবাড়ি পাঠাইল বেহাই জামাই।
সিধাপরিপাটি বড় পাঠাইল তথায়।।৮২৪
দিব্য মৎস্য অনেক হরিণ আর খাসি।
ঘৃত তৈল পাঠাইল কলসকলসি।।৮২৫
সেবাহেতু পাঠাইল সেবক আপন।
দেবদত্ত সাধু কৈল রন্ধন ভোজন।।৮২৬

হেমখাটে শয়ন করিল ফরমানি।
নকুতা করিতে রাজা চলিল আপুনি।।৮২৭
সোনার খড়ম পায় রত্ন আসা করে।
পাত্রমিত্র সহিত চলিল নৃপবরে।।৮২৮
নৃপতি আইল বলি সাধু গা তুলিল।
নৃপ সঙ্গে রাজরাণী কৌতুকে চলিল।।৮২৯
পোহাইল বিভাবরী রবির প্রকাশ।
কবি কৃষ্ণরাম বলে আজি অধিবাস।।৮৩০

৪৫

জানিয়া মঙ্গলবার পরম উল্লাস।
শুভক্ষণে করিব বরের অধিবাস।।৮৩১
কন্যার অধিবাস কৈল গিয়া নিজপুরী।
কৌতুকে বসাইল যতো রাজার সুন্দরী।।৮৩২
ষোড়শমাতৃকা পূজি দিল বসুধারা।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ রাজা সকল কৈল সারা।।৮৩৩
রাজার রমণী লীলা সরসিজমুখী।
সধবা রমণীগণ আনাইল ডাকি।।৮৩৪
বসাইল রত্নাবতী কনকআসনে।
নির্ম্মল করিল কুড় দিয়া অপঘনে।।৮৩৫
বরকন্যা স্নান করাইল যতো নারী।
নানা অলঙ্কার দিলেন বলিতে না পারি।।৮৩৬
বিভাহ সময়ে বর চলিল সাজিয়া।
সবে করে ধন্য ধন্য সুন্দর দেখিয়া।।৮৩৭
জামাতা বরিল রাজা বিবিধ বিধানে।
স্ত্রী আচার করিল সকল রামাগণে।।৮৩৮
নন্দিনী করিল দান সেইত ভূপাল।
বরকন্যা ঘরে নিল নিয়মিত কাল।।৮৩৯
পোয়াইল বিভাবরী সবার কৌতুক।
বাসি বিভা হইল সবে দিলেন যৌতুক।।৮৪০
কালরাত্রি কন্যাবরে দরশন নাই।
কালনাম ভালো বুঝি রাখিল গোঁসাই।।৮৪১

পরদিন কুসুম শয়নে সুখ অতি।
বাড়িল দোহাকার ভাব দোহাকার প্রতি।।৮৪২
এইরূপে বিভা করি আছেন সদাগর।
ধিয়ানে জানেন তাহা দক্ষিণঈশ্বর।।৮৪৩
এই অর্দ্ধ রহিল নিশির জাগরণ।
কৃষ্ণরাম বলে ভাবি রায়ের চরণ।।৮৪৪

৪৬

পাসরিয়া পিতামাতা সাধুর কুমার।
রহিলা লইয়া নারী শশুরের ঘর।।৮৪৫
একদিন স্বপনে কহেন রায়মণি।
শুন অহে সদাগর মোর এই বাণী।।৮৪৬
রহিলা এইত দেশে লইয়া মহিলা।
জনক জননী আদি সব পাশরিলা।।৮৪৭
পণ্ডিত হইয়া কর অনুচিত কাজ।
প্রভাতে দেশেতে যাহ নহে পাবে লাজ।।৮৪৮
এতেক বলিয়া রায় গেলা নিজালয়।
প্রভাতে চেতন পায় সাধুর তনয়।।৮৪৯
স্বপন দেখিয়া তবে জাগে সদাগর।
রোদন করয় বসি শয্যার উপর।।৮৫০
ধিক মোরে বলি কর কপালেতে হানি।
নারী লইয়া পাসরিনু জনকজননী।।৮৫১
আছে কিনা আছে মোর বৃদ্ধ দুই মাতা।
স্ত্রী বাধ্য হইয়া কৌতুকে আছি এথা।।৮৫২
রাজকন্যা রত্নাবতী শুয়েছিল কোলে।
তিতিল তরুণী তনু পতিনের জলে।।৮৫৩
চেতন পাইয়া রামা উঠিয়া বসিল।
প্রভুরে আকুল দেখি বিকল হইল।।৮৫৪
জিজ্ঞাসে যতনে রামা জোড় করি হাত।
কি দুঃখে রোদন কর কহ প্রাণনাথ।।৮৫৫
রাজার জামাঞি তুমি দুর্লভ সভার।
কে বলিল কটু বাণী কহ সমাচার।।৮৫৬

কাহার ধৃষ্টতা বুঝি বলে কটুকথা।
সমুখ তাহার শনি বিমুখ বিধাতা।।৮৫৭
রন্ধ্রগতি শনিবার পঞ্চম মঙ্গল।
যাইতে যমের পুরী করে কুতূহল।।৮৫৮
সাধু বলে কেহ মোরে কটু নাই বলে।
স্বপন দেখিনু আজি নিশি শেষকালে।।৮৫৯
আমায় না দেখিয়া মোর বন্ধু যতজন।
বিকল হইয়া সদা করয়ে রোদন।।৮৬০
নিশ্চয় আমার অধোদেশে হইবেক গতি।
যাবে কি না যাবে সঙ্গে কহ গুণবতী।।৮৬১
মায়ের পরাণ তুমি রাজার কুমারী।
কি দুঃখে তথায় যাবে ছাড়ি বাপপুরী।।৮৬২
মন বুঝি সদাগর চাতুরি বচনে।
শুনি রাজকন্যা বলে রোদনবদনে।।৮৬৩
বনবাসে গেল রাম সত্য পালিবারে।
জনকনন্দিনী সীতা না রহিল ঘরে।।৮৬৪
দময়ন্তী দুঃখ পাইল অজ্ঞাত কাননে।
দ্রৌপদী সংহতি গেলা দুঃখ নাই মনে।।৮৬৫
অমৃতের সমান সেই রাজকন্যার বাণী।
তথাচ বিষের প্রায় শুনে সাধুমণি।।৮৬৬
বিষম নারীর কথা বুঝান না যায়।
যাইতে করয়ে মানা কৃষ্ণরাম গায়।।৮৬৭

৪৭

শুনিয়া না শুনে সাধু রমণীর কথা।
বিদায় হইয়া গেলো নরপতি যথা।।৮৬৮
প্রণাম করিয়া বলে গদগদ স্বরে।
বিদায় করহ রাজা যাব নিজ ঘরে।।৮৬৯
এতেক শুনিয়া বড় হইল কাতর।
জামাতা করিয়া কোলে বলে নৃপবর।।৮৭০
এই দেশে ছত্রদণ্ড ধরহ আপুনি।
আনাইব যত্ন করি তোমার জননী।।৮৭১

শুনিয়া সদাগর বলে শুন মহাশয়।
না কর যতন দেশে যাইব নিশ্চয়।।৮৭২
রহিতে যতন বড় করিল ভূপতি।
কিছুই না শুনে তাহা সাধুর সন্ততি।।৮৭৩
কোটাল আনিয়া রাজা বলে ততক্ষণ।
সাতডিঙ্গা লইয়া ঝাট পুর নানাধন।।৮৭৪
নৃপতির আদেশে কোটাল কুতূহলে।
ভাণ্ডার হইতে রত্ন তরণীতে তোলে।।৮৭৫
অগুরু চন্দন শঙ্খ মাণিক প্রবাল।
লইল অসিত শ্বেত চামর বিশাল।।৮৭৬
সোনারূপা তাঁবা কাঁসা মাণিক নিকর।
হীরা গজবেল করি দসর বিসর।।৮৭৭
কুঞ্জর অনেক ঘোড়া এরাকি তুরকি।
দেখিয়া সাধুর সুত পরম কৌতুকী।।৮৭৮
কর্পূর মরিচা জিরা আর জায়ফল।
নানান অপূর্ব্ব দ্রব্য লইল সকল।।৮৭৯
পূজিয়া দক্ষিণরায় সাধু গুণবান।
প্রণতি করিয়া দিল বহু বলিদান।।৮৮০
পুরমাঝে গেলো রাজা কাঁদিতে কাঁদিতে।
কহিল রানীর ঠাঞী কন্যা পাঠাইতে।।৮৮১
কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়েরমঙ্গল।
শুনি রাজা রাণী কাঁদে হইয়া বিকল।।৮৮২

৪৮

রত্নাবতী যাবে দূরে বিকল সবাই।
অধিক করুণা করে সহোদর ভাই।।৮৮৩
রাজার নয়নে জল করে ছলছল।
কাঁদয়ে পূর্ব্বে লোক হইয়া বিকল।।৮৮৪
কন্যারে লইয়া কোলে রাজরাণী কাঁদে।
বিকল রাজরাণী বুক নাহি বাঁধে।।৮৮৫
অতিদূর দেশে বাছা তোমা পাঠাইয়া।
কেমনে রহিব ঘরে পরাণ ধরিয়া।।৮৮৬

এইত তোমার পুরী অতি বিচক্ষণে।
কেমনে দেখিব ইহা তোমার বিহনে।।৮৮৭
শিশুকালে খেলাইতে লইয়া পুতুলা।
তাহা দেখি দ্বিগুণ বাড়িল মনে জ্বালা।।৮৮৮
যে দিন দিয়াছি গালি আজি হইল মনে।
অন্তর ফাটিয়া প্রাণ ধরিব কেমনে।।৮৮৯
চন্দ্রাবতী নাম এক ছিলো সহচরী।
রাণীরে বুঝায় সখী করজোড় করি।।৮৯০
অকারণে কাঁদ রাণী শুন দেখি বলি।
মনেতে ভাবিয়া দেখ সংসার সকলি।।৮৯১
কেবা কার পুত্রকন্যা কেবা মাতাপিতা।
জ্ঞানবান জন তার না থাকে মমতা।।৮৯২
তুমি জনমিলে কোথা বসতি কোথায়।
সংসার এমনি দেখ মোহিত মায়ায়।।৮৯৩
কন্যারে বুঝায় রাণী করিয়া যতন।
দুহার নয়ন জলে তিতে দুই জন।।৮৯৪
তুমি বিদগধ আমি বুঝাইব কিবা।
করিও যতনে অতি শ্বাশুড়ীর সেবা।।৮৯৫
দাসদাসীগণ যতো যতনে পালিও।
জনক জননী বলি সবাকে ডাকিও।।৮৯৬
রোষ না করিহ কভু না কহিও বড় কথা।
তবে সে সবার ঠাঞী যশ পাবে তথা।।৮৯৭
দারুণ পরের মন তিলে তিলে ফিরে।
আপনি হইলে ভালো ভয় কিবা কারে।।৮৯৮
করিও স্বামীর সেবা সদা একমনে।
পতিবিনে গতি নাই জীবন মরণে।।৮৯৯
তনয়া তুষিল সতী দিয়া নানধন।
নানামতে আদরে তুষিল তার মন।।৯০০
আইল কাহারগণ কাঁধে করি দোলা।
রাজা বলে মাহেন্দ্র সময় এই বেলা।।৯০১
এতেক শুনিয়া রামা রোদন বদনে।
একে একে বন্দিল যতেক গুরুজনে।।৯০২

বাপের চরণে সতী হইয়া বিদায়।
রায়েরমঙ্গল কবি কৃষ্ণরাম গায়।।৯০৩

৪৯

জননীর চরণে বন্দিল গুণযুতা।
কাঁদিয়া বিকল রাণী কোলে করি সুতা।।৯০৪
কন্যা বলে রহ মাগো হৃদয় বাধিয়া।
সকল বিকল কর আপনি কাঁদিয়া।।৯০৫
দূরে বিভা দিলে মোরে সাগরের পার।
কাঁদিলে এখন তবে কি হইবেক আর।।৯০৬
নীতিশাস্ত্র জানো মাগো কি বলিব বাড়া।
পুত্রবধূ লইয়া থাক মনে দিয়া পোড়া।।৯০৭
কন্যা যেন হয় নাই এমনি জানিবে।
নয়ে যে নিকটে আর আমায় আনিবে।।৯০৮
চলিল কাহারগণ কাঁধে করি দোলা।
কাপড়ের কাণ্ডার ঘুচায় নৃপতির বালা।।৯০৯
খঞ্জন জিনিয়া আঁখি হইল চঞ্চল।
যতেক বাপের রাজ্য দেখিল সকল।।৯১০
বালিকা কালের যতো খেলাড়ু সবাই।
কাঁদিয়া বিকল হইল আর দেখা নাই।।৯১১
সময় বুঝিয়া তখন সদাগর রায়।
শাশুড়ীরে প্রণাম করি কহিয়া পাঠায়।।৯১২
শিরপর লইয়া রাজার পদধূলি।
করজোড়ে বুঝায় সেইত গুণশালী।।৯১৩
বিদগধ পণ্ডিত ভাজন বড় তুমি।
তোমার অপরিহার্য্য অনুগত আমি।।৯১৪
পিতাপুত্রে রাজার স্থানে বিদায় হইয়া।
চলিলেন নিজদেশে বুহিত্র লইয়া।।৯১৫
কবি কৃষ্ণরাম বলে রায়ের আদেশে।
হরি হরি বল সবে সাধু যায় দেশে।।৯১৬

৫০

বসি দিব্য ছইঘরে বাহ বাহ ঘন করে
যায় ডিঙ্গা জিনিয়া পবন।
বাজে বাদ্যি পুরমাঝ শতে শতে আওয়াজ
কূলে বহি দেখে কতোজন।।৯১৭
রাজদহে মায়াজল যথায় রায়ের বল
তুরঙ্গ পাটন এড়াইল।
কালিদহ পদ্মমুখ পাছে করি মহাসুখ
সংখ কড়ি ডিঙ্গায় পূরিল।।৯১৮
সেতুবন্ধ মাঝে গিয়া হরপদ প্রণামিয়া
চলে ডিঙ্গা পবন গমনে।
বাজে করতাল কাড়া দামামা দগড় পড়া
বহুদেশ রাখে পাছু আনে।।৯১৯
উড়িষ্যায় জগন্নাথ যাহার প্রসাদভাত
কিনিয়া অমর নরে খায়।
বর্ণের বিচার নাই বৈকুণ্ঠে সমান ঠাঁই
মরিলে পরম পদ পায়।।৯২০
বিস্তারিয়া কিবা কার্য্য বেন্ন তোরণের রাজ্য
পাছে কৈল বাবুর মোকাম।
মার্কণ্ড রাজার পুর কর্ণপুর দেশদূর
ছাড়াইল সাধু গুণধাম।।৯২১
যতেক ডিঙ্গার নায়্যা সঙ্গম গেলেন বায়্যা
তরণী লইয়া যায় ত্বরা।
গাটের গাবর যত বাহিতে বড়ই রত
ছাড়াইল দুর্জয় মগরা।।৯২২
সোজা না বাহিয়া চলে কর্ণধার কুতূহলে
ধামাইবেতাই কৈল পাছে।
সাড়ি গায় জুড়িজুড়ি কাকদ্বীপ গজমুড়ি
ছাড়াইল বণিকের রাজে।।৯২৩
ভাবিয়া দক্ষিণরায় ঠেঙ্গার পসড়বায়
হরষিত তরণীর লোক।

টীয়াখোল পাছুআন গঙ্গাদ্বারায় করি স্নান
উপনীত হইল ছত্রভোগ।।৯২৪
অম্বুলিঙ্গ মহাস্থান নাহি যার উপমান
তথায় বন্দিল বিশ্বনাথ।
বাজে বাদ্য সুমধুর বাহিয়া হাজাবিষ্ণুপুর
জয়নগর করিল পশ্চাত।।৯২৫
সঘনে দামামা ধ্বনি ভাবি রায় গুণমণি
বড়ুক্ষেত্র বাহিল আনন্দে।
বারাসতে উপনীত লইয়া সাধু হরষিত
পূজিল ঠাকুর সদানন্দে।।৯২৬
বাহিল হাসুড়ি করি চাপাইল সপ্ততরী
মলুটি করিল পাছুআন।
দুই দুর্গা ক্রমে বাহিয়া হরিষে ডিঙ্গা
বাজে কাড়াবরগ বিষাণ।।৯২৭
সাধুঘাটা পাছে করি সূর্য্যপুরে বাহে তরী
চাপাইল বারুইপুরে আসি।
বিশেষ মহিমা বুঝি বিশালক্ষ্মী দেবী পুজি
বাহে তরী সাধু গুণরাশি।।৯২৮
মালঞ্চ রহিল দূর বাহিয়া কল্যাণপুর
কল্যাণমাধব প্রণমিল।
বাহিলেক যত গ্রাম কি কাজ করিয়া নাম
বড়দহ ঘাটে উত্তরিল।।৯২৯
কামানেতে দারু পূরি পাতিয়া যে সারিসারি
একেবারে দিলেন আগুন।
গুরু গুরু উরু শব্দ লোক যত হয়েত স্তব্ধ
বাজনার শব্দ দ্বিগুণ।।৯৩০
নিমেতে গ্রামেতে বাস নাম ভগবতী দাস
কায়েস্থ কুলেতে উৎপতি।
হইয়া যে একচিত রচিল রায়ের গীত
কৃষ্ণরাম তাহার সন্ততি।।৯৩১

৫১

অনেক দিনের পর বহু দ্রব্য লইয়া।
দেশে উত্তরিল সাধু সদাগর বাহিয়া।।৯৩২
মহারাজ মদন শুনিয়া কোলাহল।
ভয় বড় ভাবেন আইল পরদল।।৯৩৩
চর পাঠাইয়া দিল জানিতে কারণ।
দেশেরে আইল সাধু জানিল তখন।।৯৩৪
পুষ্পদত্ত সদাগর ভাবি মনমাঝে।
দূত পাঠাইয়া দিল জননীর কাছে।।৯৩৫
বসিয়াছে সখী সঙ্গে সাধুর জননী।
করজোড়ে বলে দূত সুমঙ্গল বাণী।।৯৩৬
রতনে তরণী পূর্ণ লইয়া রূপসী।
পিতাপুত্রে নিজ দেশে উত্তরিল আসি।।৯৩৭
শুনিল এইত কথা বড়ই রুচির।
অমৃতে সৃজিল যেন দোঁহার শরীর।।৯৩৮
দরিদ্র পাইল যেন হারাইয়া ধন।
সাগরে ডুবিয়া কূল পাইল যেমন।।৯৩৯
তুষিল দূতেরে দিয়া অমূল্য রতন।
তনয় দেখিতে সুখে করিল গমন।।৯৪০
কবি কৃষ্ণরাম বলে রায় পদতল।
ভকত নায়কে প্রভু করিবা কুশল।।৯৪১

৫২

শুনিয়া দূতের কথা ঘুচিল মনের ব্যথা
দূতেরে নানান রত্ন দিল।
দুঃখরূপ জলনিধি পার করিল বিধি
শোকসিন্ধু দুইজনে তরিল।।৯৪২
এয়োগণ সঙ্গে লইয়া বিলম্ব বিহনে গিয়া
দেখিল তনয়াবধূমুখ।
কোলে করি কন্যাবর হৃদয় হরিষ বড়
দূরে পলাইল যতো দুঃখ।।৯৪৩

বিধাতা সকলি করে হরিষে নয়ন ঝরে
দুহাকার বসন তিতিল।
পুষ্পদন্ত মহামতি আদরে করিয়া স্তুতি
জননীর পদধূলি নিল।।৯৪৪
রত্নাবতী নৃপবালা করজোড়ে প্রণমিলা
আশীর্ব্বাদ কৈল দুইজনে।
জয়ধ্বনি করি লোকে পুত্রবধূ লইয়া সুখে
নিকেতনে করিল গমনে।।৯৪৫
গুয়া চিবাইয়া সুখে প্রথমে সাধুর মুখে
দিল রামা করিয়া যতনে।
শ্রীমতীরে দিতে চায় পুষ্পদন্ত নাহি খায়
হাসিয়া বিকল যতো নারী।।৯৪৬
পূর্ণ পানি ধান্য তাথে দিল রত্নাবতীর মাথে
কনকের ঘট কাঁখে করি।
শিরে কুসুমের ধারা দিয়া রতনের ঝারা
দুহে প্রবেশিল নিজ পুরী।।৯৪৭
নব কোটা পাতে পাটী বস্ত্র তাহে পরিপাটী
বৈসে বরবধূ লইয়া কাছে।।৯৪৮
জুয়া খেলায় বারেবারে কন্যা জিনে বর হারে
গদিয়ান উপহাস করে।
এই অহঙ্কার করো স্ত্রীর খেলায় হার
দাস করি রাখিবে তোমারে।।৯৪৯
সকলি উহার হাত দিলে সে খাইবা ভাত
ডাকিবা বলিয়া ঠাকুররাণী।
বিভা যদি কর আর তবে দিবা গুণাগার
সাক্ষি হও যতেক রমণী।।৯৫০
যে ছিলো (অন্য) বেহার তাহা কি বলিব আর
কন্যা বর একই মন্দির।
তবে রামা কুতূহলী দিয়া কালো ধলোবলি
ডিঙ্গা পূজি কৈল স্তুতিবার।।৯৫১
তুলিল ডিঙ্গার ধন তুষিল গাবরগণ

বিলাইল দীনহীন জনে।
কবি কৃষ্ণরাম কয় লইয়া রতনচয়
সাধু যায় রাজা সম্ভাষণে।।৯৫২

৫৩

রাজা সম্ভাষণে যায় লইয়া নানাধন।
লইল ভেটের দ্রব্য না যায় গণন।।৯৫৩
অনেক চাকর যায় লইয়া দ্রব্যজাতি।
দুদিকে ঘিরিয়া যায় পেয়াদা সংহতি।।৯৫৪
বসিয়াছে সভা কবি সেই নৃপবর।
সুরপুর মাঝে যেন দেবতা সুন্দর।।৯৫৫
হেনকালে সদাগর আইল তথায়।
আইস আইস তাঁরে ডাকেন নররায়।।৯৫৬
বসিতে আসন দিল মেদিনীভূষণ।
বসিল রাজার পাশে বন্দিয়া চরণ।।৯৫৭
রাজা বলে কহ পুষ্পদত্ত সদাগর।
এতদিনে কোন কার্য্যে আছিলে সফর।।৯৫৮
শুনিয়া এইত কথা সকল কহিল।
যেমনে দক্ষিণরায় উদ্ধার করিল।।৯৫৯
শুনি বড় চমৎকার লাগিল সভায়।
প্রসাদ পাইয়া সাধু হইল বিদায়।।৯৬০
তবে নরপতিবর কায়বাক্যমনে।
পূজিল রায়ের পদ বিবিধ বিধানে।।৯৬১
ঘরে ঘরে যতো লোক পূজিল সকল।
দক্ষিণরায়ের মনে বড় কুতূহল।।৯৬২
পিতাপুত্রে দুইজনে হরষিত মন।
পূজিল রায়ের পদ পরম যতন।।৯৬৩
বিশ্বকর্মা পাঠাইলা রায় গুণমণি।
হইয়া মনুষ্যরূপ আইল ধরণী।।৯৬৪
একে বিশ্বকর্মা তাহে পাইলা আদেশ।
নির্মাণ করিল পুরী সুন্দর অশেষ।।৯৬৫

কনকের পোতা রত্ন মাণিকের দেয়াল।
চারুচাল করিল সোনার পাটীচাল।।৯৬৬
দরজা করিল তার সিংহ দুয়ার।
দেখিয়া সাধুর মনে আনন্দ অপার।।৯৬৭
গঠিল দক্ষিণরায় বাঘের উপর।
সোনার বরণতনু রূপ মনোহর।।৯৬৮
পুরোহিত লইয়া সেই সাধুর নন্দন।
পূজিতে লাগিল রায় আনন্দিত মন।।৯৬৯
নৈবেদ্য বাড়াইয়া দিল কনকের থালে।
ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু অপূর্ব্ব সকলে।।৯৭০
পূরিয়া সোনার বাটা কর্পূর তাম্বুল।
উৎসর্গ করি বলি দিলেক বহুল।।৯৭১
ভকতের পূজা লইতে দক্ষিণের রায়।
সাক্ষাত হইলা প্রভু কৃষ্ণরাম গায়।।*৯৭২

* ইহার পর পাঠ — "অতঃপর বলিদান"

৫৪

স্তব করে সদাগর হইয়া কাতর।
ভকত বৎসল তুমি গুণের সাগর।।৯৭৩
অপরাধ ক্ষমা কর বলি জোড়পাণি।
কৃপার সাগর প্রভু রায় গুণমণি।।৯৭৪
ইন্দুনিন্দ বদন মদন জিনি রূপ।
তোমাবিনে দক্ষিণের কেবা আছে ভূপ।।৯৭৫
অধমের পূজার হইবা পরিতোষ।।*৯৭৬

* ইহার পর পুথি খণ্ডিত